NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ চোর তৃণমূল সরকারকে বিদায় জানাতেই উত্তরকন্যা অভিযান: অর্জুন সিং

প্রয়াত কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দন ৭

কলকাতা ২২ জুলাই ২০২৫ ৫ শ্রাবণ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.07.2025, Vol.19, Issue No. 43, 8 Pages, Price 3.00

বাংলা নবজাগরণের জন্মভূমি, স্বাধীনতার জন্য প্রথম শহিদ বাংলা থেকেই। এই মাটিতে বাঙালিকে বাংলাদেশি বলা চলবে না, বাংলা বললেই কারও নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া চলবে না। বিহারে ৪০ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, বাংলাতেও সেই ষড়যন্ত্র চলছে। নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাও করব, প্রয়োজনে দিল্লিতেও যাব। এই বাংলা আত্মসম্মানের বাংলা, মাথা নোয়াবে না। যারা বাংলার সংস্কৃতিকে অপমান করে, তাদের জবাব বাংলার মাটি থেকেই আসবে। এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হচ্ছে ভাষা আন্দোলন।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৮ সালে যখন উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট স্কুলে বাংলা ভাষার শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলনে নেমেছিল, তখন তো বাংলা ভাষার কথা মনে পড়েনি! আন্দোলনকারী ছাত্র-বিপ্লবের বুকে যখন গুলি লেগেছিল, তখন তো বাংলা ভাষার মর্যাদার কথা কেউ ভাবেনি! তাঁদের মৃতদেহ আজও দাহ করা হয়নি, পরিবার মাটির তলায় পুঁতে রেখেছে, কারণ তাঁরা বিচার চায়। যে বিচার মুখ্যমন্ত্রী দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলাদেশে তো সবাই বাংলায় কথা বলে, তা হলে কি সবাইকে এ দেশে ঢুকিয়ে নেব? পশ্চিমবঙ্গ কি ধর্মশালা?

- শমীক ভট্টাচার্য

আ মরি ভোটের ভাষা

বাঙালির আবেগেই অস্ত্রে শান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬-র বিধানসভা ভোটে বাঙালি আবেগ 'বাংলা-অস্মিতাই ' হাতিয়ার হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। ২১শে জুলাইয়ের বার্ষিক শহিদ সমাবেশ থেকে সেকথা স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশের ভোটে বাঙলা ভাষা তথা বাঙালীদের উপর আক্রমণের অভিযোগ তুলে বিজেপির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন তিনি। এর বিরুদ্ধে রাজ্যে তো বটেই, দিল্লির মাটিতে দ্বিতীয় ভাষা আন্দোলন শুরু করার হুঁশিয়ারিও শোনা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর কণ্ঠে। ভাষণ জুড়ে তিনি বাংলার সম্মান, ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। স্পষ্ট বার্তা দিলেন, ২০২৬-র লড়াই শুধুই বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এবার দিল্লি দখলের লড়াই শুরু হচ্ছে বাংলার শহিদ মঞ্চ থেকেই।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, 'বাংলা নবজাগরণের জন্মভূমি, স্বাধীনতার জন্য প্রথম শহিদ বাংলা থেকেই। এই মাটিতে বাঙালিকে বাংলাদেশি বলা চলবে না, বাংলা বললেই কারও নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া চলবে না।' বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অসমে বাঙালিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে, এনআরসি নোটিস পাঠানো হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গবাসীকেও। এটা আমরা মেনে নেব না। বাংলায় ১.৫ কোটির বেশি অন্য রাজ্য থেকে আসা মানুষ আছেন, কাউকে আমরা বাছ-বিচার করি না। কিন্তু বাংলার মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ চলবে না।'

অসম সরকারকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'নিজের রাজ্য সামলাতে পারেন না হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, আর বাংলায় নাক গলাচ্ছেন। আমি সুস্মিতা দেবকে অনুরোধ করব, অসমে এক বড় প্রতিবাদ গড়ে তুলুন, আমরা সবাই পাশে থাকব।'

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও তিনি আক্রমণ শানান। মমতার কথায়, 'বিহারে ৪০ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, বাংলায়ও সেই ষড়যন্ত্র চলছে। নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাও করব, প্রয়োজনে দিল্লিতেও যাব। এই বাংলা আত্মসম্মানের বাংলা, মাথা নোয়াবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। ২৭ জুলাই থেকে, প্রতি শনিবার ও রবিবার মিছিল ও সভা করতে হবে-বাংলা ভাষার প্রতি যে হিংসা ও অবমাননা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এটা করতে হবে। কোনও পরিযায়ী শ্রমিক বা তাঁদের পরিবার যদি বলে তারা সমস্যায় আছে, তাহলে পাশে দাঁড়াতে হবে, আমাদেরও অবহিত করুন।'

মমতা বলেন, '৯ অগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। সবাই পালন করুন। প্রতিটি ব্লকে 'বিজেপি ভারত ছাড়ো' কর্মসূচি হবে। ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস। ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। ২৭ জুলাই থেকে আমরা ভাষা-আক্রমণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদ করব। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। বাংলা এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত এবং বিশ্বে পঞ্চম। অন্য কোনো ভাষার এমন মর্যাদা নেই। রাজ্যস্তরের কর্মসূচির বিবরণ পরে জানানো হবে।'

একই সঙ্গে বাম-কংগ্রেস ও বিজেপির গাঁটছড়াকেও নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''ওদের মহাশূন্যে পাঠাতে হবে। এক সময় বলত, আমি দুর্গাপুজো করতে দিই না। এখন 'জয় মা দুর্গা' বলতে হচ্ছে। বাংলায় দুর্গা অঙ্গন করব, জগন্নাথ ধাম করেছি। যারা বাংলার সংস্কৃতিকে অপমান করে, তাদের জবাব বাংলার মাটি থেকেই আসবে।" দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, '২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে আরও বেশি আসন জিতে, আমরা দিল্লি দখল করব। বাংলার জন্য এই সংগ্রাম জারি থাকবে, যতক্ষণ না বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানো যায়।' একুশের শহিদ তর্পণ তাই এ বার পরিণত হল 'বাংলার আত্মমর্যাদা রক্ষা'র ডাক-এ, যার ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে রাজ্য ছাড়িয়ে রাজধানী পর্যন্ত।

'মানুষ তৃণমূলের বিসর্জন দেবেই'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৮ সালে যখন উত্তর দিনাজপুরের দাঁড়িভিটের স্কুলে বাংলা ভাষার শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলনে নেমেছিল, তখনই পুলিশি গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল তাপস ও প্রদীপ। ২১ জুলাই শহিদ দিবসের আবহে সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, 'তখন তো বাংলা ভাষার কথা মনে পড়েনি! আন্দোলনকারী ছাত্রর বুকে যখন গুলি লেগেছিল, তখন তো বাংলা ভাষার মর্যাদার কথা কেউ ভাবেনি! তাদের মৃতদেহ আজও দাহ করা হয়নি, পরিবার মাটির তলায় পুঁতে রেখেছে;কারণ তারা বিচার চায়, যে বিচার মুখ্যমন্ত্রী দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।'

এরপর রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে শমীক বলেন, 'বাংলাদেশে তো সবাই বাংলায় কথা বলে;তাহলে কি সবাইকে এ দেশে ঢুকিয়ে নেব? পশ্চিমবঙ্গ কি ধর্মশালা? দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আপস করছে। এ রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের আধার কার্ড বানিয়ে ভোটার তালিকায় তোলার নোংরা চক্রান্ত তৃণমূল করেছে। কিন্তু বিজেপি তা আটকেছে।'

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'মানুষ এখন ঐক্যবদ্ধ। তৃণমূলকে বিসর্জন দেবেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে দেবে না।' শুধু এখানেই থেমে থাকেননি শমীক ভট্টাচার্য। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাঁর মন্তব্য, '২০২৬-এই হবে প্রকৃত পরিবর্তন। ২০১১-র যে পরিবর্তন হয়েছিল, সেটা সময়ের গতি বদলালেও মানুষের প্রত্যাশার পরিবর্তন ছিল না। সেখানে পুঁজিবাদের কোনও স্বীকৃতি ছিল না, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়নি।'

তাঁর কথায়, 'মানুষ চেয়েছিল কথা বলার স্বাধীনতা, সরকারের সমালোচনার অধিকার, নিজের রাজনৈতিক মত প্রকাশের অবকাশ। কিন্তু তারা পেয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক লুট, মেধার সঙ্গে প্রতারণা, আর ভয়ভীতিতে ভরা এক সমাজ। মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। এবার সেই অন্যায়ের পালা শেষ হবে। ২০২৬-এ আসবে প্রকৃত পরিবর্তন।'

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, 'তাঁকে কাপুরুষ বলা যেতে পারে, বলা যেতে পারে ঝামেলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু আজ তিনি নিজেই আতঙ্কে রয়েছেন। নিজের জীবন নিয়েও শঙ্কিত।' শেষে শমীক বলেন, 'তিনি (মুখ্যমন্ত্রী) দীর্ঘায়ু হোন, শতবর্ষ বাঁচুন;তাতেও দিল্লির ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন সফল হবে না। ২০২৬-এর পর রাজ্য থেকে তাঁর বিদায় হলে, হাতে অনেক সময় থাকবে। তখন তিনি গোটা দেশজুড়ে রাজনৈতিক পর্যটনে যেতে পারেন।'

মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাক্তন করে দেব: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলমানদের নাম থাকা নিয়েই এবার কার্যত ফুঁসে উঠলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির যুব মোর্চার 'উত্তরকন্যা অভিযান' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি জানালেন, বিহারের আদলে পশ্চিমবঙ্গেও 'এসআইআর' চালু করতে হবে। তাঁর দাবি, 'বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে আসা হিন্দুরা শরণার্থী, কিন্তু বাংলাদেশি মুসলমান বা রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশকারী;তাদের আমরা ভোটার তালিকায় রাখব না।'

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শহিদ দিবসের ভাষণের জবাবে শুভেন্দু বলেন, 'একজন ভারতীয় মুসলমান চিন্তা করবেন না, আমরা তাঁদের পাশে আছি। কিন্তু যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনিভাবে ঢুকেছে, তাদের একটাকেও বাদ দেওয়া হবে না। বাংলার মাটি ধর্মশালা নয়।'

তিনি আরও হুঁশিয়ারি দেন, '২০২৬ সালের ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করবো। একুশে আপনি নন্দীগ্রামে হেরেছিলেন, ছাব্বিশে সারা বাংলাতেই হারবেন।' শুভেন্দু জানান, আগামী ৪ অগস্ট ফের ৬৫ জন বিজেপি বিধায়ককে নিয়ে উত্তরকন্যা অভিযানে যাবেন, এবং মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করবেন বলে পরিকল্পনা রয়েছে।

পাশাপাশি, শহিদ দিবস নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এটা শহিদ দিবস নয়, এটা তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ১০০ দিনের উৎসব। আর সেই উৎসব চলছে মদ্যপান আর বাংলা ও ভারতের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে।' তাঁর মতে, এই অনুষ্ঠান একান্তই সরকারপোষিত, শহিদদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। শুভেন্দু বলেন, 'আজ বাংলায় নারীদের আন্দোলন চলছে, বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর নামে উৎসবে মেতে উঠেছেন। সাধারণ মানুষের কোনও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নেই। ট্রেন, বাস থেকে জোর করে মানুষদের নামিয়ে এনে খাইয়ে দাইয়ে কলকাতায় এনে সভায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথচ যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অর্ধেকের বেশি সভাস্থলে পৌঁছননি।'

তিনি আরও বলেন, '২১ জুলাই আসলে শহিদ দিবস নয়, একটি সরকারি প্রচার কর্মসূচি। পূর্ববর্তী আদালতের রায়ে বলা হয়েছিল, এর অবসান হওয়া উচিত। আমরা আবার আদালতের শরণাপন্ন হব। এবার দেখি, বিচারব্যবস্থা কী সিদ্ধান্ত নেয়।' আন্দোলনের ধরন নিয়েও শুভেন্দুর সাফ কথা, 'আমরা সিপিএম বা তৃণমূলের মতো আন্দোলনের নামে রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাঙচুর, ট্রেন আটকে সাধারণ মানুষকে হয়রান করি না। বিজেপির সংস্কৃতিতে এসব নেই।' পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু। জানান, 'যুব মোর্চার মিছিলের জন্য আমরা আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুধীরকুমার নীলকান্তমের কাছে আবেদন করেছিলাম।

ধনখড়ের পদত্যাগ

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জগদীপ ধনখড়। স্বাস্থ্যের কারণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চিঠি দিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে এমনই জানালেন বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল। ২০২২ সালে অগস্ট মাসে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করেছিলেন জগদীপ ধনখড়। বিরোধী শিবিরের প্রার্থী মার্গারেট আলভাকে ৩৪৬ ভোটে হারিয়ে দেশের উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তিনি। সোমবারও রাজ্যসভায় অধ্যক্ষ হিসাবে অধিবেশন পরিচালনা করেন ধনখড়। আর রাতেই পদত্যাগের কথা জানান তিনি।

বাদলের গোড়াতেই সিঁদুরে মেঘ

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: সোমবার শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। **বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন সংসদ চত্বরে বক্তব্য প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বক্তব্যের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, 'গোটা বিশ্ব দেখেছে ভারতের সামরিক শক্তি।' 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে সংসদে শাসক এবং বিরোধীপক্ষ এক সুরে কথা বলবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন মোদী।**

বাদল অধিবেশনের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের সাফল্যের একাধিক খতিয়ান তুলে ধরেন। মোদী বলেন, '২২ মিনিটের মধ্যে জঙ্গিদের ডেরায় গিয়ে আঘাত করেছে ভারত। সেনাশক্তির এটা 'মেড ইন ইন্ডিয়া' রূপ। ভারতে তৈরি অস্ত্রের উপর বাকি বিশ্বের ভরসা বাড়ছে।' শুভাংশু শুক্লদের মহাকাশ অভিযানের প্রসঙ্গও আসে মোদীর বক্তৃতায়। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে ভারতের পতাকা উড়েছে। এটা ভারতের জন্য অত্যন্ত গৌরবের।' এই প্রসঙ্গেই মোদীর সংযোজন, 'বাদল অধিবেশন দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিবেশন রাষ্ট্র গৌরব ও বিজয়োৎসবের।'

তাঁর সরকারের আমলে মাওবাদ মোকাবিলা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে কী কী উন্নতি হয়েছে, তারও খতিয়ান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'মাওবাদ-নকশালবাদ দেশ থেকে দ্রুত নির্মূল হচ্ছে। বর্তমান ভারতে মাওবাদীদের প্রভাব ক্রমশ কমছে। বোমা-বন্দুক-পিস্তলের সামনে জিতছে দেশের সংবিধান।' ২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত ১০ নম্বর স্থান থেকে তিন নম্বর স্থান অর্জনের দিকে এগোচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, '২৫ কোটি ভারতীয় দারিদ্রসীমা অতিক্রম করেছেন। মুদ্রাস্ফীতি আগে ছিল দুই সংখ্যার। এখন দুই শতাংশের আশপাশে।'

এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই পহেলগাঁও হামলা ও এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করা হয়। তারপর থেকেই সংসদের দুই কক্ষে অপারেশন সিঁদুর, বিহারের ভোটার তালিকা-সহ একাধিক ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে সুর চড়ান বিরোধীরা। তার জেরে বেলা ১২টা পর্যন্ত দুই কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। পরে লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি হয় দুপুর দু'টো পর্যন্ত। তবে বিরোধীদের স্লোগানিংয়ের মধ্যেই রাজ্যসভায় মুখ খোলেন রামমোহন নায়ডু।

রায় বহাল

■ **স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন বিজ্ঞপ্তি নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি ও বিধিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় যাবতীয় আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্টও। সোমবার এই মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে।**

প্রয়াত আজিজুল

■ **প্রয়াত নকশাল আন্দোলনের অন্যতম মুখ আজিজুল হক। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। ভর্তি ছিলেন সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সোমবার দুপুর ২ টো বেজে ২৮ মিনিট নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। এক্স হ্যান্ডলে শোকজ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।**

ঢাকার স্কুলে ভেঙে পড়ল যুদ্ধবিমান, মৃত অন্তত ১৯

ঢাকা, ২১ জুলাই: আমদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি উস্কে উঠল ফের একবার। তবে এবারের ঘটনাস্থল প্রতিবেশী বাংলাদেশ। ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন উত্তরার দিয়াবাড়িতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি এফ-৭ যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ। বিমানটি উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল-কলেজের একটি ভবনে আছড়ে পড়ে। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অন্তত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে প্রশিক্ষণ বিমানটির পাইলটেরও। আহত ৫০ জনের চিকিৎসা চলছে ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট হাসপাতালে। এদের অধিকাংশই শিক্ষার্থী।

তখনও স্কুল শেষ হয়নি। কোনও কোনও ক্লাসে চলছিল শেষ পিরিয়ড। বিকট শধ। তার পরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে স্কুলের একাংশ। প্রাথমিক ভাবে অনেকে বুঝতে পারেননি কী ঘটেছে! ঘটনাস্থলে এসে সকলে দেখেন, স্কুলভবনের একাংশের উপর ভেঙে পড়েছে বায়ুসেনার বিমান! শুধু তা-ই নয়, আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করেছে স্কুলভবনের ওই অংশটিকে। ঘটনাস্থলেই দগ্ধ হয়ে এক জনের মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ১৮ জনের মৃত্যু হয়। প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫০ জনের বেশি। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কক্ষের সামনে বিমানটি ঢুকে আসে। সেই সময়ে ওই দুই শ্রেণিকক্ষেই ক্লাস চলছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লাস শেষ হওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। বিমান ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় স্কুলের ওই ভবনে।

ঢাকায় মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর ভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত। দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে অনেকেই তরুণ শিক্ষার্থী। আমাদের হৃদয় শোকাহত তাদের পরিবারের প্রতি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে সমবেদনা প্রকাশ করার পাশাপাশি সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত।

- নরেন্দ্র মোদী

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্র স্কুলের সামনে ভিড় বাড়তে থাকে অভিভাবকদের। সকলের চোখেমুখেই উৎকণ্ঠার ছাপ। সকলেই দিশাহারা। ধ্বংসস্তূপের নীচে সন্তানদের খুঁজতে শুরু করেন তাঁরা।

বাংলাদেশ সেনার জনসংযোগ বিভাগ আইএসপিআর জানিয়েছে, বিমানবাহিনীর 'এফ-৭ বিজেআই' প্রশিক্ষণ বিমানটি এদিন দুপুর ১টা ৬ মিনিটে (বাংলাদেশি সময়) ওড়ার বারো মিনিট পরে ভেঙে পড়ে। স্কুলে ভবনে বিমানটি আছড়ে পড়তেই বিস্ফোরণ ঘটে। দাউদাউ করে আগুন ধরে যায় ভবনটিতেও। অনেক দূর থেকেও সেই কালো ধোঁয়া দেখা গিয়েছে। বিমানের আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের আটটি ইঞ্জিন।

ঢাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় শোকবার্তা দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। সমাজমাধ্যমের বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'রাজধানীর দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে আজ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এফ-৭বিজিআই প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনায় আমি গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।' সরকার দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন ইউনূস। পাশাপাশি আজ রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সেখানকার অন্তর্বর্তী সরকার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Supriya Sarkar D/o- Krishna Chandra Sarkar Vill- Berbari, P.O- Chowgachha, P.S.- Chakdaha, Dist- Nadia আমার বাবার নামের ভুলের জন্য Dated- 21/07/2025 Court of Ld. A.C.J.M.2 (1st Class) Kalyani কোর্টে এফিডেভিট বলে Krishna Pado Sarkar থেকে Krishna Chandra Sarkar নামে সর্বত্র পরিচিত হলো। Krishna Chandra Sarkar এবং Krishna Pado Sarkar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, **Vinoy Kumar Dalmia** S/o Om Prakash Dalmia residing at Emami City, 2 Jessore Road, Near ILS Hospital, South Dum Dum (M), P.O. Dum Dum, 24-Pgs(N), Kolkata-700028 do hereby solemnly declare that due to inadvertence my name has been recorded as **Binoy Kumar Dalmia** instead of **Vinoy Kumar Dalmia** in my Passport being no N2305010. That **Vinoy Kumar Dalmia** and **Binoy Kumar Dalmia** is the same and one identical person vide affidavit No 6189, Dated 30-06-2025 sworn before In the Court of the Judicial (1st Class) Magistrate, Calcutta.

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

NAME CHANGE

I Mallika Badoli Mandi W/o Soumen Mandi R/o Village: Pakri Baradanga, P.O.: Pakri, P.S.: Pandua, District: Hooghly, PIN-712148. Vide an affidavit No. 6932 dated 18.07.2025 sworn before 1st class Judicial Magistrate, Sealdah, that as per my Aadhar card I am known as and called **Mallika Badoli Mandi**. But my name has been wrongly recorded as Mallika Badoli instead of my original name **Mallika Badoli Mandi** in the birth certificate of my daughter Soumili Mandi born on 19.02.2020 at Swasti Nursing Home bearing no. B2020 19-02951-000 300 dated 18.03.2020 registered at Magra-II Gram Panchayet. I have applied for rectification in the birth certificate of my daughter. That Mallika Badoli and Mallika Badoli Mandi is the same and identical one person.

।। নোটিশ ।।

এতদ্বারা জানানো যায় যে আমার মক্কেল **সেখ জামসেদ আলী** এবং পূর্ববর্তী বিক্রেতা **মিতালী রায়** গত ০২/১২/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর সুতি মুর্শিদাবাদ হইতে **লতিফউদ্দিন** পিতা- মৃত জয়েদ আলি বিশ্বাস দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার ১৪৭৮৪ /২০২১ দ্বারা **শ্রী চন্দ্রনাথ রায়** পিতা- মৃত শম্ভুনাথ রায় এর নিকট হইতে নিম্ন লিখিত তপশীল এর জমি যথাক্রমে দলিল নং I-৪৭৯৩/২০২২ এবং I-৪৭৭৯/২০২২ তাং ০৮/০৭/২০২২ এ.ডি. এস.আর শ্রীরামপুর হইতে খরিদ করেন। জেলা হুগলী, থানা - শ্রীরামপুর, মৌজা - দীর্ঘাঙ্গ জে. এল নং ৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৪৪, এল.আর. দাগ নং ৩১২, ৩১৩, জমির পরিমান ০৩ কাঠা ০৮ ছটাক । উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অদ্য তাং হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
মহঃ আফজাল হোসেন (এ্যাডভোকেট)
শ্রীরামপুর কোর্ট,
Enl. No.- F-1643/1636/1999

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে জুলাই । ৫ ই শ্রাবন। মঙ্গল বার । দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, অসীম সাঁতরা, পিতা- অজিত সাঁতরা, ৫৩ নং শিমুলতলা মৌজায় L.R- ১৪১ নং দাগে L.R- ৩৭০ নং খতিয়ানে ০৫.০০ শতক জমি ইং ২৩/০২/১৯৯৩ তারিখে রানাঘাট A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-16 নং আমমোক্তারনামা বলে প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5649 নং দলিলে জমি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কারোর কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী বনশ্রী মন্ডল, স্বামী অতনু মন্ডল, 116 নং দক্ষিন ঝিটকিপোতা মৌজায় L.R- 1636, 1650 নং খতিয়ান হইতে L.R- 14, 15 নং দাগে 3.97 শতক জমি ইং 14/12/2023 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-175/2023 নং আমমোক্তারনামা মূলে প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2328/2024 নং দলিলে 4/3/2024 তারিখে জমি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর অবেদন করিব। উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কারোর কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে 30 দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

হারানো দলিল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমি, অ্যাডভোকেট আশীষ কুমার গুপ্ত, আমার মক্কেল **ভাস্কর বন্দোপাধ্যায় ও কাঞ্চন বন্দোপাধ্যায়**-এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, **মূল বিক্রয় দলিল (Deed of Conveyance)**, দলিল নং ৩৩৯৮, বই নং I, খন্ড নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ১৬৯–১৭১, সাল ১৯১৪, যাহা The Trust for the Improvement of the Calcutta এবং গিরীবালা দাসী-এর মধ্যে সম্পাদিত হয়, **সম্পত্তির ঠিকানা: ১৬ ও ১৬/১, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিট, পি.ও. – বিডন স্ট্রিট, পি.এস. – নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা – ৭০০০০৬ (পূর্বে পরিচিত ১/এ, ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন লেন হিসেবে), অ্যাসেসি নং ১১০২৮১৪০০৪০০ ও ১১০২৮১৪০০৪১১**, উহা হারিয়ে গিয়াছে এবং বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পাওয়া যায়নি। কোনও ব্যক্তি যদি উক্ত দলিল সংক্রান্ত কোনও দাবি, আপত্তি বা তথ্য প্রদান করিতে চান, তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও আপত্তি না পাওয়া গেলে, ধরা হইবে যে কোনও আপত্তি নাই। **আশীষ কুমার গুপ্ত (অ্যাডভোকেট)**
ফোন: 9038850515
ইমেল: rightwaysolutions7@gmail.com

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি আবুল সেখ, পিতা- রমজান সেখ, 54 নং সুবর্ণবিহার মৌজায় L.R- 1917, 1567, 684, 484 নাং খতিয়ান হইতে L.R- 3131 নং দাগে 31 শতক জমি ইং 19/11/1992 তারিখে D.S.R সদর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-74 নং আমমোক্তারনামা বলে প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3939/15.6.1999 নং দলিলে জমি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর অবেদন করিব। উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কারোর কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে 30 দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী শিখা মণ্ডল (সরকার), স্বামী- প্রদীপ মণ্ডল, 91 নং বারুইহুদা মৌজায় L.R- 142/1 নং খতিয়ানে L.R- 367/547 নং দাগে 1.56 শতক জমি ইং- 23/05/2011 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-150/W নং আমমোক্তারনামা মূলে প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-12003/12 নং দলিলে 14/12/2022 তারিখে জমি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কারোর কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং ৩৪৪, হোসেনপুর (মাদুরদহ), থানা-ভূতপূর্ব তিলজলা অধুনা আনন্দপুর, কলিকাতা-৭০০ ১০৭ নিবাসী শ্রী ভোলা পাইক পিতা ঁবিমল পাইক বিগত ইংরাজী ২০১০ সালে কোলকাতা অ্যাসুয়েরেন্স-৩ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০১০ সালের ০৬০৬২ নম্বর আমমোক্তর নামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তর হিসাবে সাং-বনহুগলী, থানা-ভূতপূর্ব সোনারপুর অধুনা নরেন্দ্রপুর, জেলা-দক্ষিণ২৪-পরগনা নিবাসী শ্রী ললিত মোহন প্রামানিক, পিতা ঁনারান চন্দ্র প্রামানিক, মৌজা-হোগল কুড়িয়া, জে.এল. নং ৬৭, অন্তর্গত এল. আর. ৭৯৪ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ৭২নং দাগের ২ কাঠা ১০ ছটাক ০৩.৬০ বর্গ ফুট জমি Yoshi Realty Private Limited-কে বিক্রয় করেন যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে MN/2025/1615/35216 মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিজ্ঞপ্তি জারী হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges' Police Court
Enrollment No. - WB-490/2010

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে এই যে আমার মক্কেল **(১) লক্ষী মুরমু** পিতা - পরেশ মুরমু, **(২) সরস্বতী মুরমু ওরফে শ্রীমতী মুরমু**, পিতা - পরেশ মুরমু (৩) মুগ্লি মুরমু, স্বামি - মৃত পটল মুরমু, **(৪) প্রসেনজিৎ মুরমু (৫) তাপস মুরমু**, ৪ ও ৫ নং - এর পিতা - মৃত পটল মুরমু উভয়ের সাকিম - বাঙ্গালপোতা, পোস্ট- পুইনান, থানা - দাদপুর, জেলা- হুগলী, **৬)প্রমিলা মুরমু**, স্বামী- কালিরাম মুরমু, সাকিম ও পোস্ট - বিষ্ণুপুর, থানা- চেচুয়া, জেলা - হুগলী। ভুক্ত সম্পত্তির মৃত **কাদন মুরমুর** উত্তরাধিকারীগন ইহতেছে, মৃত **কাদন মুরমু** মহাশয়ের জেলা - হুগলী, থানা - দাদপুর, জে.এল নং- ১৫৬, মৌজা - বাঁশদরুন, ৫৬ নং খতিয়ানে ২৯৩ দাগে ৮ শতক সম্পত্তি বিশেষ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সকল ওয়ারিশগন মিলে বিক্রয় করিবেন।
এই মর্মে কোনো আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে চাহিলে বা উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধ্যে কাহারো কোনো বক্তব্য থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমার মক্কেলের সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। উক্তপর কাহারোও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে
Arpan Chatterjee (Advocate)
Judges' Court, Chinsurah, Hooghly.

NOTICE

IN THE COURT OF ADDITIONAL DISTRICT JUDGE (R.D. COURT), PASCHIM MEDINIPUR
O.S. NO. 14 OF 2022
Sri Bimal Kumar Roy .....Petitioner
Vs.
Ashish Jana & others
...Opposite Party

This is for the information of all concerned that **Sri Bimal Kumar Roy**, S/o Late Bholanath Roy, resident of Vill. Nahaparh, P.O. - Khatnagar, P.S. - Belda, Dist.- Paschim Medinipur has filed a Probate Case being O**.S. No. 14/2022** before The Additional District Judge (R.D. Court), Paschim Medinipur for grant of Probate of the **Will Dt. 07.11.2008** and **Codicil dt. 19.09.2018** left by deceased **Subir Kumar Jana**. The next date of hearing of the case has been fixed on03/09/25. If anybody has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then they are hereby called upon to submit the same before the Ld. Court on the next date fixed.

SCHEDULE

Property bequeath to Subhasish Jana by WILL-
Within Dist.- Paschim Medinipur, P.S. - Belda, Mouza- Amarshia, J.L. No. 673, R.S. Khatian No. 170, L.R. Khatian Nos.- 104/1, 117

Plot Nos.	Nature	Area
146	Jal	15 1/4 Dec.
104	Jal	16 Dec.
43	Jal	36 Dec.
17	Jal	83 Dec.
45		19 Dec.

Total-01 Acre 69 1/4 Dec = 1.6925 Acre

(II) Property bequeath to Asish Jana by CODICIL
- Within Dist.- Paschim Medinipur, P.S. Belda, Mouza - Tutranga, J.L. No. 671, Khatian No. - 631

Plot Nos.	Nature	Area
871	Jal	0375 Dec. out of 15 Dec. along with share of house.
872	Jal	02 Dec. out of 08 Dec. along with share of house.

● Mouza-Amarshia, J.L. No. - 673, P.S.- Belda, Khatian No. 115

Plot Nos.	Nature	Area
20	Jal	03 Dec.
36/358	Jal	01 Dec.
87	Jal	24 Dec.
107	Jal	02 Dec.
135	Fruit Bagan	01 Dec.
149	Jal	06 Dec.
243	Bansh Bagan	01 Dec.
275	Bastu	01 Dec.

● Mouza - Shyamsundarpur, J.L. No. 679, P.S. - Belda Khatian No. - 123

Plot Nos.	Nature	Area
27	Jal	06 Dec.
93	Jal	03 Dec.

(**III) Property bequeath to Debasish Jana by CODICIL** -
Within Dist. Paschim Medinipur, P.S.- Belda, Mouza- Tutranga, J.L. No. 671, Khatian No. 631

Plot Nos.	Nature	Area
871	Jal	0375 Dec. out of 15 Dec. along with share of house.
872	Jal	02 Dec. out of 08 Dec. along with share of house.

● Mouza-Amarshia, J.L. No. - 673, Khatian No. 115

Plot Nos.	Nature	Area
113/365	Jal	02 Dec.
127/366	Jal	03 Dec.
142	Jal	01 Dec.
222	Bastu	01 Dec.
241	Bagan	01 Dec.

● Mouza - Shyamsundarpur, J.L. No. 679, Khatian No. - 123

Plot Nos.	Nature	Area
263/282	Jal	04 Dec.
164	Jal	05 Dec.
187	Jal	03 Dec.

(IV) Property bequeath to Manasi Roy (Jana) by CODICIL –
Within Dist. Paschim Medinipur, P.S.- Belda, Mouza- Tutranga, J.L. No. 671, Khatian No. 631

Plot Nos.	Nature	Area
871	Jal	0375 Dec. out of 15 Dec. along with share of house.
872	Jal	02 Dec. out of 08 Dec. along with share of house.

(V) Property bequeath to Sanjoy Jana and Soumen Jana by CODICIL –
Within Dist. - Paschim Medinipur, P.S. - Belda, Mouza - Tutranga, J.L. No. 671, Khatian No. 631

Plot Nos.	Nature	Area
572	Kala	01 Dec.
575	Doba	01 Dec.
576	Danga	01 Dec.
689	Jal	02 Dec.
705	Danga	02 Dec.
871	Jal	0375Dec. out of 15 Dec. along with share of house.
872	Jal	02 Dec. out of 08 Dec. along with share of house.
873	Jal	11 Dec.
890	Jal	00 1/2 Dec.
991	Jal	01 Dec.
1019	Jal	03 Dec.
1032	Jal	04 Dec.
1033	Jal	09 Dec.

● Mouza - Amarshia, J.L. No. 673, P.S.- Belda, Khatian Nos. 115, 206, 186

Plot Nos.	Nature	Area
43	Jal	36 Dec.
45	Jal	19 Dec.
47	Jal	03 Dec.
48	Jal	04 Dec.
53	Jal	03 Dec.
89	Jal	05 Dec.
89/390	Puratan Patit	10 Dec.
94	Jal	15 Dec.
95	Jal	02 Dec.
96	Jal	32 Dec.
97	Jal	02 Dec.
98	Jal	02 Dec.
104	Jal	18 Dec.
114	Jal	04 Dec.
115	Jal	06 Dec.
144	Jal	09 Dec.
145	Jal	04 Dec.
146	Jal	15 1/4 Dec.
151	Jal	25 Dec.
237	Pukur	01 Dec.
238	Pukur parh	01 Dec.
246	Pukur	09 Dec.
261	Pukur	02 Dec.
262	Khamar	02 Dec.
266	Khamar	01 Dec.
268	Khamar	01 Dec.
269	Pukur	01 Dec.

● Mouza - Kajichak, J.L. No. 697, P.S. - Belda, Khatian No. - 121/2

Plot Nos.	Nature	Area
7	Pukur parh	05 Dec.
10	Pukur	07 Dec.
6/192	Pukur parh	01 Dec.

● Mouza-Shyamsundarpur, J.L. No. 679, P.S. - Belda, Khatian No. – 123

Plot Nos.	Nature	Area
131	Jal	18 Dec.

By order
Subrata Sen
Bench Clerk, -I, Additional District Judge (R.D.Court), Paschim Medinipore
14/07/2025.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Deed dated 26.09.1989 by Govt. of W.B. to Golok Behari Poddar, bearing Book No. 1, Volume No. 48 Pages 117-120, Deed No. 3855 of 1989, for land measuring 4 Katha 5 Chittack at 349/264 NSC Bose Road, P.S.- Netaji Nagar, Kolkata-700092 is destroyed. We swore affidavit vide No. 40461 before Judicial Magistrate, Alipore on 30.06.2025. The property is not alienated or mortgaged. Anyone having claim may contact Advocate Santanu Singha in my mail: santanuadv.@yahoo.in
Santanu Singha, Advocate

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

দূরভাষিনী
গান্ধী মার্কেট, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০
ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪

দুর্নীতিগ্রস্ত, চোর তৃণমূল সরকারকে বিদায় জানাতেই উত্তরকন্যা অভিযান: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: সোমবার তৃণমূলের একুশের জুলাইয়ের পালটা কর্মসূচি ছিল বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযান। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির যুব মোর্চার তরফে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

রবিবার রাত থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছিল। তিনবাত্তি মোড় থেকে মিছিল করে তাঁরা উত্তরকন্যার নিকটবর্তী এলাকায় সভাস্থলে পৌঁছন। মিছিলে যোগ দিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং দাবি করেন, দুর্নীতিগ্রস্ত, চোর তৃণমূল সরকারকে বিদায় জানাতেই তাঁদের এই উত্তরকন্যা অভিযান। ২০২৬ সালে তৃণমূলকে বাংলা থেকে না-সরানো পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন জারি রাখবেন।

গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'একশো শতাংশ নিশ্চিত করে বলতে পারি, এটাই তৃণমূলের শেষ ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ। ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর তৃণমূল সুপ্রিমোকে কোনও টাউন হলে কয়েকজনকে ডেকে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ করতে হবে।' তাঁর দাবি, সিপিএম যেমন বাংলা থেকে হারিয়ে গিয়েছে। তেমনই তৃণমূলও এবার বাংলা বিদায় নেবে। পুলিশকে নিশানা করে তিনি বলেন, বঙ্গের পুলিশ এখন পুরোপুরি দলদাসে পরিণত হয়েছে। যদিও নিচুতলার পুলিশকর্মীরা সহযোগিতা করছে। নিচুতলার পুলিশকর্মীরা জানেন এবার বাংলায় পরিবর্তন আসছে। তাই নিচুতলার পুলিশকর্মীরা নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করছেন।

তাঁর অভিযোগ, ওপরতলার পুলিশ অফিসাররা এখনও তৃণমূলের দালালি করে চলেছেন। ওঁদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। তৃণমূলের শহিদ দিবস পালনকে তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ওটা শহিদ দিবস নয়। শহিদ সমাবেশের নামে ওখানে পাগলু ডান্স হচ্ছে। ভিড় জমিয়ে ওখানে আনন্দ, উৎসব হচ্ছে। আসলে ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালনের নামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহিদদের অপমান করছেন। তাঁর কথায়, সিপিএমকে বাংলা থেকে উৎখাত করতে অনেকেই প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ মানুষের ওপর সিপিএমের থেকে বেশি অত্যাচার করছে তৃণমূল। তিনবাত্তি মোড় থেকে মিছিলে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে পা মেলালেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সুদীপ্ত দাস, সঞ্জয় সিং, জয় সাহা, সন্তোষ রায়, বাবু নাগ, দীপক সাউ-সহ অন্যান্যরা।

অল বেঙ্গল রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য আইএনটিটিইউসির সক্রিয় সদস্য এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রাণপুরুষ শ্রমিক দরদী নেতা বাপি ঘোষের নেতৃত্বে হাজার মানুষের মিছিল ২১ জুলাই শহিদ স্মরণে ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাবেশে যোগদান করেন।

শহিদ দিবসে মদের আসর সাঁতরাগাছিতে

শ্রদ্ধা না উৎসব?

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহিদ দিবসে রাজপথ কাঁপাল তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ সমাবেশ। সোমবার সকাল থেকেই ধর্মতলার দিকে রওনা হয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকের ঢল। হাওড়া ব্রিজ, ফেরিঘাট, হাওড়া স্টেশন, এমনকি দ্বিতীয় হুগলি সেতুও উপচে পড়ে তৃণমূল কর্মী বাহিনীতে। ক্রমবর্ধমান ভিড়ের কারণে দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকেই বহু গাড়িকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনেক কর্মী।

বিভিন্ন জেলা থেকে আসা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বহু বাস রাখতে হয় সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনালে। দুপুরের খাওয়ার আয়োজনও সেখানেই হয়। কিন্তু তাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি সবকিছু। তৃণমূল কর্মীদের একাংশের আচরণ নিয়ে তৈরি হয় চরম বিতর্ক।

সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনালের সামনে শহীদ স্মরণ কার্যক্রমের বদলে চোখে পড়ে উৎসবের চেহারা। কোথাও মদের বোতল খুলে চলছে আসর, কোথাও গাড়ি দাঁড় করিয়ে পাশেই প্রকাশ্যে বসে মদ্যপান। কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ বেসামাল অবস্থায় ক্যামেরা দেখেই মুখ লুকিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। এমনও দেখা গেছে, এতটাই মাতাল যে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার অবস্থায়ও নেই। একের পর এক তৃণমূল কর্মীকে দেখা গেল চরম মদের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতে। বিশেষ করে খানাকুল ব্লকের বারুইপুর পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আসা কর্মীরা সাঁতরাগাছি মোড় পর্যন্ত এসেই থেমে যান। আর তারপরই শুরু হয় খাওয়া-দাওয়া ও মদের আসর। একদিকে ধর্মতলার মঞ্চে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হিন্দিতে ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে শহীদ দিবসের নামে মদ্যপান ও আমোদ-প্রমোদের এমন চিত্রে প্রশ্ন উঠছে তৃণমূলের রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও শহীদ দিবসের আসল উদ্দেশ্য নিয়েই। এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই কটাক্ষ করে বলেন, আজ শহিদ দিবস। আর সেই উপলক্ষে ১৩ জন শহীদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার অনুষ্ঠান। ধর্মতলায় প্রতিবছরই তৃণমূল এই সভা করে। কিন্তু আমরা যদি এখন আসল চিত্রটা দেখি, তবে দেখি এই শহিদ দিবসের নামে চলছে উৎসবের আমেজ।

শহিদ দিবসে সম্মান, কিন্তু আমজনতার কি হবে? প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ নাগরিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাই শহিদ দিবস মানেই কলকাতার রাজপথে লাখো মানুষের ঢল, রাজনৈতিক কর্মসূচির জেরে শহরের একাধিক রাস্তায় যান চলাচলে বিধিনিষেধ। প্রতি বছরের মতো এবারও সেই ছবি দেখা গেল। তবে, তার মধ্যেই অসংগঠিত পরিস্থিতিতে ভুগতে হল বহু সাধারণ মানুষকে। এদিন অনেক স্কুল, কলেজ ছুটি ঘোষণা করলেও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। ফলে পড়ুয়াদের অভিভাবকদের মধ্যে তৈরি হয় বিভ্রান্তি। গড়িয়াহাটের বাসিন্দা শ্রীমতী বসুর কথায়, স্কুল বন্ধ হবে ভাবিনি। সকাল সকাল বাচ্চাকে নিয়ে বেরিয়েও শুনি স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ঘণ্টাখানেক রাস্তায় ঘুরে বাড়ি ফিরতে হল। একই পরিস্থিতি দেখা যায় হাসপাতাল চত্বরে। মেডিক্যাল কলেজ, আর.জি.কর বা এন.আর.এস.-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে রোগীদের যাতায়াতে সমস্যা হয়। হাওড়ার বাসিন্দা ধনঞ্জয় সাঁতরা বলেন, আমার বাবার ডায়ালিসিস ছিল। কিন্তু রাস্তায় এতটাই ট্রাফিক ছিল যে এক ঘণ্টার জার্নি করতে সময় লেগে গেল তিন ঘণ্টা। চিকিৎসকরাও জানান, বহু রোগী নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে পারেননি, ফলে চিকিৎসা প্রক্রিয়াতেও কিছুটা প্রভাব পড়েছে। এন.আর.এস.-এর এক সিনিয়র নার্স জানান, বাইরের জেলা থেকেও অনেকে আজ আসেন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু বহু মানুষ ফিরে গিয়েছেন পৌঁছাতে না পেরে। অফিসযাত্রীদের ভোগান্তিও কম ছিল না। সল্টলেকে কর্মরত সায়ন্তন ঘোষ বলেন, বাস ছিল না, মেট্রোতে ভিড়, ক্যাব পাওয়া দুষ্কর। অফিস যেতে দেরি হয়ে গেল অনেকটা। অনেক সহকর্মী আসতেই পারেননি। ব্যবসায়ীদেরও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। নিউমার্কেটের এক দোকানদার বলেন, তসকাল থেকে ক্রেতা নেই বললেই চলে। কর্মচারীদের অনেকেই আসতে পারেনি, দোকান খোলাই বাতিল করতে হয়েছে। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

'শহিদ সম্মান' কি শুধুই রাজনৈতিক প্রয়োজনের মোড়কে?

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটা সময় ছিল যখন ২১ জুলাই মানেই শহিদদের পরিবারের সামনে আলো, ক্যামেরা, মঞ্চ আর 'সম্মান'। কিন্তু ২০২৫-এর শহিদ দিবসে সেই আলো নিভে এসেছে নুরুল ইসলামের পরিবারের জন্য। খাদ্য আন্দোলনের প্রথম শহিদ নুরুল ইসলামের পরিবার এবার আর ডাক পায়নি শহিদ মঞ্চে। স্পষ্টতই, শহিদ আর শহিদ পরিবার, এরা তৃণমূলের কাছে শুধুই রাজনৈতিক উপলক্ষ্য। উত্তর ২৪ পরগনার ভোগলবাড়ির বাসিন্দা সুরত আলি মোল্লা হতাশ গলায় বললেন, 'বামফ্রন্ট আমাদের ব্যবহার করেছে, এখন তৃণমূলও তাই করছে। যতদিন দরকার ছিল, ততদিন শহিদ সম্মান, এখন কেউ ফোনও ধরে না।' ২০০৯ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে দলে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা, পেয়েছিলেন রেলের চাকরির প্রতিশ্রুতি, মঞ্চে বারবার ডাক। কিন্তু পরবর্তীকালে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পরিবর্তন আসতেই, তাঁদের গুরুত্ব ক্রমশ কমেছে। প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যোগদানের পর থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন তৃণমূলের সঙ্গে।

২১ জুলাই শহিদ স্মরণে কলকাতার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ও মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দারের নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ হাজার তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক মিছিল করে ধর্মতলায় যান।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২২ জুলাই ২০২৫, ৫ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার

যুদ্ধজাহাজ ‘অজয়’, আত্মপ্রকাশ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের নৌসেনার শক্তি আরও বাড়াতে একধাপ এগোল ভারত। কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারস লিমিটেড তৈরি করল অষ্টম ও শেষ অ্যান্টি-সাবমেরিন যুদ্ধজাহাজ ‘অজয়’। শত্রুপক্ষের সাবমেরিন ধ্বংসে অগভীর জলে কার্যক্ষম এই জাহাজ নির্মিত হয়েছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে। সোমবার কলকাতায় এই জাহাজের আত্মপ্রকাশ করেন ভাইস অ্যাডমিরাল কিরণ দেশমুখের স্ত্রী প্রিয়া দেশমুখ। উপস্থিত ছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল স্বয়ং।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় নৌসেনার ভূমিকা ব্যাখ্যা করে ভাইস অ্যাডমিরাল জানান, যুদ্ধজাহাজ ‘অজয়’ শুধু নজরদারিতেই নয়, প্রয়োজনে যুদ্ধেও সক্ষম। এর দৈর্ঘ্য ৭৭.৬ মিটার ও প্রস্থ ১০.৫ মিটার। এতে রয়েছে হালকা টর্পেডো, রকেট ও মাইন ছোঁড়ার ব্যবস্থা। জিআরএসইর আধিকারিকের মতে, এটি অগভীর জল ও উপকূলবর্তী এলাকায় সাবমেরিন খুঁজে পেতে অত্যন্ত দক্ষ।

জিআরএসইর চেয়ারম্যান কমোডর (অব) পিআর হারি জানান, সংস্থাটি ইতিমধ্যেই দেশের নৌসেনার জন্য ১১০টির বেশি জাহাজ নির্মাণ করেছে। একসময় যে জাহাজ ‘অজয়’ ছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম দেশীয় যুদ্ধজাহাজ, আজ তারই উত্তরসূরি আরও আধুনিক ‘অজয়’ ভারতের সামরিক শক্তির প্রতীক।

শহিদ দিবসের মঞ্চে অসুস্থ শত্রুঘ্ন, কীর্তি, শতাব্দী, মদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসের সভায় গরম আর তীব্র রোদে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, কীর্তি আজাদ, শতাব্দী রায় এবং বিধায়ক মদন মিত্র। দ্রুত তাঁদের অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনজনকে ছেড়ে দিলেও, হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন মদন মিত্র।

তৃণমূলের কাছে ২১ জুলাই শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, আবেগের দিন বললেও, ভুল হবে না। শহিদ দিবসের সভা থেকে দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবছরই দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্পষ্ট করেন। তাঁর বক্তব্য শুনতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতাকর্মীরা এই সমাবেশে হাজির হন। এবছর ব্যতিক্রম শুধু আবহাওয়া। সাধারণত এই সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, এদিন রোদ আর আর্দ্রতা ছিল তীব্র। তার জেরেই ৪ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন বলেই জানা গিয়েছে।

তবে সোমবার সকালে হাসিমুখে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। কিন্তু সভা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই শতাব্দী, মদন মিত্র, কীর্তি আজাদ ও শত্রুঘ্ন সিনহা অস্বস্তি অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সভামঞ্চ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রতি বছর শহিদ দিবসের মঞ্চের কাছাকাছি মেডিক্যাল ক্যাম্প রাখা হয়। এবারও সেই ব্যবস্থা ছিল। তবে পরিস্থিতি গোলমেলে বুঝতে পেরে আর সময় নষ্ট করা হয়নি। চার নেতাকেই সোজা নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে।

নয়া নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে হাইকোর্টের রায় বহাল সুপ্রিমে, স্বস্তিতে এসএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন বিজ্ঞপ্তি নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি ও বিধিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় যাবতীয় আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্টও।

সোমবার এই মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে। সেখানে জানানো হয়, স্কুল সার্ভিস কমিশন নিজেদের মতো করে স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয়।* বিচারপতি সঞ্জয় কুমার বলেন, দাগি অযোগ্যরা বাদ হয়ে গিয়েছেন। যোগ্যরা বাড়তি সুযোগ পেলে ক্ষতি কী? তাঁদের তো পড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘আমরা কখনও বলিনি, রুলস ফ্রোজেন।’ এরপরই এদিন আদালতে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক মামলা প্রত্যাহারের।’ বিচারপতি বলেন, ‘এতক্ষণ শুনানির পর আমরা প্রত্যাহার করার অনুমতি দিতে পারব না। সর্বোচ্চ আদালত ভাগ্য পরীক্ষার জায়গা হতে পারে না। কোথাও একটা গিয়ে এটা থামা দরকার।’ স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল গত সপ্তাহে। মামলা করেছিলেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।

প্রসঙ্গত, ২০১৬র পুরো প্যানেল বাতিল করার যে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, সেখানেই বলা হয়েছিল, চিহ্নিত অযোগ্য বাদে বাকি চাকরিহারাদের বয়সে ছাড় দেওয়া হবে। সেই মতো রায়ের কথা উল্লেখ করেই এসএসসি বয়সে ছাড় দেওয়ার কথা বলেছে। এছাড়া শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া হবে বলেও উল্লেখ রয়েছে নোটিফিকেশনে। এই দুই বিষয় নিয়েই আপত্তি ছিল চাকরি প্রার্থীদের একাংশের। মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছিলেন, এঁরা সুবিধে পাচ্ছেন, যা বৈধ নয়। এর জেরে অযোগ্যরা বাড়তি সুবিধে পাবেন।

২১ জুলাইয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ দেখে খুশি হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ শুরুর আগে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের ওপর কড়া নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুধু তাই নয়, একাধিক শর্তও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল মিছিলের জন্য। সেই নির্দেশ মতো পুলিশের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করায় সন্তুষ্ট হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ উচ্ছ্বসিত হয়ে জানান, ‘খুব ভালো কাজ করেছে পুলিশ।’

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, গোটা কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থা যাতে কোনও ভাবে বাধাপ্রাপ্ত না-হয় তা দেখতে হবে পুলিশকে। পুলিশ সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করেছে সকাল থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশি ব্যবস্থার ভূয়ষী প্রশংসা করে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সোমবার এই প্রসঙ্গে এও বলেন, পুলিশ খুব সুন্দর ভাবে যান নিয়ন্ত্রণ করেছে।

হাইকোর্টের এক আইনজীবী এই প্রসঙ্গে জানান, অন্যান্য দিনে নিউ আলিপুর থেকে হাইকোর্টে পৌঁছতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় লাগে। সোমবারও তাই লেগেছে। তখন বিচারপতি ঘোষ জানান, স্বাভাবিক সময়ই লেগেছে। রাস্তায় ট্র্যাফিকের কোনও সমস্যা নেই। এই ট্র্যাফিক ব্যবস্থায় সকাল ১০টার মধ্যে আদালতে পৌঁছনো যায় না-বলে বিশ্বাস করেন না তিনি।

প্রসঙ্গত, একুশে জুলাই তৃণমূলের শহিদ সমাবেশের জেরে শহরের জনজীবন ব্যাহত হতে পারে, এমন আশঙ্কা করেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বামপন্থী আইনজীবীদের সংগঠন। ওই মামলার প্রেক্ষিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সভার অনুমতি নিয়ে আপত্তি না-থাকলেও, শহরবাসীর দুর্ভোগ নিয়ে উদ্বেগ ছিল। প্রশ্ন তুলেছিলেন, জনগণ কতক্ষণ সহ্য করবে তা নিয়েও। এরপরই পুলিশকে নির্দেশ দেন তিনি।*

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট সাতটি বড় মিছিল ধর্মতলার উদ্দেশে গিয়েছে। শ্যামবাজার মোড়, হাজরা পার্ক, হেদুয়া পার্ক, পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট, হাওড়া, শিয়ালদহ ও কলকাতা স্টেশন থেকে একে একে হয়েছে মিছিল। সোমবার তৃণমূলের কর্মীদের জমায়েত হয়েছে শহরের মোট ২২টি পয়েন্টে। প্রতিটি মিছিলে ছিলেন শীর্ষ নেতৃত্ব।

ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবস অনুষ্ঠানের নানা মুহূর্তের ছবি ধরা পড়ল অদিতি সাহার ক্যামেরায়।

২০২৬-এ বিজেপির আসন পঞ্চাশেরও কম হবে: অভিষেক

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই একুশের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্লোগান ছিল, ‘খেলা হবে। এবার বললেন, ‘পদ্ম ফুল উপড়ে ফেলা হবে’। একইসঙ্গে এও বলেন, ‘বিজেপিকে প্রথম বাংলাবিরোধী আমরা বলেছি। তারই প্রেক্ষিতে আমরা জনতার গর্জনের ডাক দিয়েছিলাম। সেটা শুধু রাজনৈতিক স্লোগান নয়। সেটাই বিজেপির আসল চরিত্র।’ সোমবারের একুশের মঞ্চ থেকে ঠিক এই ভাষাতেই কেন্দ্রকে বিঁধলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড।

বিজেপিকে বিদ্ধ করে এদিন তিনি বলেন, ‘বাংলায় জিততে না-পেরে, বাঙালি দেখলে গাত্রদাহ হয় বিজেপির।’ এরপর ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে সোমবার এই ভাষাতেই সুর চড়াতে দেখা গেল তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে। এদিন সংসদেও অধিবেশনে বাংলায় কথা বলার পরামর্শ দেন অভিষেক। এরপরই অভিষেক বলেন, ‘গর্ব করে বলব, আর আমাদের এবার নিয়ম করে নেওয়া উচিত, অন্তত এই সেশনে সংসদে বাংলায় বক্তব্য রাখব, দেখি কার গায়ে জ্বালা। আগে দিনে যদি ১০ বার বলতাম, এখন পাঁচশো বার বলব।’

এরই প্রেক্ষিতে তুলে ধরেন অসমের কথাও। বলেন, ‘এবার অসম ফরেন ট্রাইব্যুনাল, বাংলার মাটিতে যার কোনও এক্তিয়ার নেই, তারা চিঠি পাঠাচ্ছে বাংলার রাজবংশীদের। বলছে, বাংলাদেশি।’ এরই পাশাপাশি অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, ২০২৬-এ এই বিজেপিকে দিয়েই ‘জয় বাংলা’ বলানো হবে। ঠিক যে ভাবে এখন, জয় শ্রীরাম সরিয়ে রেখে, তাঁরা জয়মা কালী, জয়মা দুর্গা বলছেন। এমনকী ২৬-এর পরে বিজেপিকে গণতান্ত্রিক ভাবে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোরও কথাও বলেন অভিষেক।

সোমবার শহিদ দিবসের বক্তব্যের একেবারে শুরুতেই বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘বিজেপির কাছে ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, নির্বাচন কমিশন, পেগ্যাসাস, সবই আছে। তারপরেও বাংলায় বিজেপি জিততে পারেনি। কারণ, আমাদের মতো কর্মী ওদের কাছে নেই। আর আমাদের কর্মীরাই আমাদের শক্তি। বিজেপি ভোটের ময়দানে জিততে না-পেরে, বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে গায়ের জোরে টাকা আটকে রাখে। এটাই ওদের বাংলা বিরোধিতার পরিচয়।’ তবে এই বিরোধিতা ধোপে টিকবে না তাও এদিন স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়েও দেন অভিষেক।

এরই রেশ ধরে ২০২৬-এর বাংলায় বিধানসভা ভোটে অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, ‘এবার ৫০-ও পেরবে না বিজেপি। কারণ, ওদের ওপর মানুষের ভরসা নেই।’ সঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরে এও বলেন, ‘যে ক’টা ছাইপাশ আর গুটিকয়েক বাংলা বিরোধী পড়ে আছে, ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলতে হবে। আজ থেকে ৩২ বছর আগের ২১ জুলাই সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে ১৩ জন নিজের প্রাণ দিয়ে ভারতের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল। ২০২৫-এর ২১ জুলাই বলি, আজও ইলেকশন কমিশনের কারচুপি রুখতে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের রাস্তায় নেমে প্রাণ দিতে হলে দেব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে দিল্লিতে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। বাংলার ভোটার লিস্টে আমরা কারচুপি করতে দেব না।’

এটা কি সভা নাকি সিনেমার শ্যুটিং? শহিদ দিবসে শাসককে খোঁচা শুভেন্দুর

রাজীব মুখ্যোপাধ্যায়

শহিদ দিবস উপলক্ষে ধর্মতলার সভায় জমায়েতের দৃশ্য দেখে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘হাওয়া খারাপ। ব্রয়লার মুরগির ডিমের ঝোল ও মাংস ভাতেও কাজ হল না!’

এখানেই থামেননি শুভেন্দু। তাঁর মতে, একুশে জুলাই আজ আর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিন নয়, বরং এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে এক প্রকার রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজির উৎসব। কটাক্ষের সুরে আরও লেখেন, ‘ডিম ঝোল খাইয়ে জনমতের পরিবর্তন আনা যায় না।’ শুভেন্দুর কটাক্ষ, ‘এটা কি সভা নাকি সিনেমার শ্যুটিং? জলঙ্গি থেকে বাসে নাচতে নাচতে, বাজনা বাজিয়ে যে ভাবে লোকে আসছে, তাতে এটা সভা না নাটক বুঝে ওঠা দায়!’ তাঁর কথায়, ‘এটা সভা নয়, বরং ‘পাগলু ড্যান্সে’র মঞ্চ!’ বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযান যাত্রায় রওনা দেওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ভাষাতেই আক্রমণ শানালেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ‘এই সভা আসলে একটি সাজানো অনুষ্ঠান যেখানে লোকজনকে জোর করে আনা হচ্ছে। পুরুলিয়া থেকে যাদের এনেছিল, তারা তো মাঝপথেই ফিরে গিয়েছে। হাওড়া স্টেশনে গেলেই চিত্রটা পরিষ্কার হবে।’ শুধু মুখের কথা নয়, বিজেপির তরফেও দিনভর সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট করে এই শহিদ দিবসকে ‘লোক দেখানো’ ও ‘ভাঁড়ামি’ বলে দাবি করা হয়েছে। এক ভিডিয়ো পোস্টে দাবি করা হয়েছে, এক বাসভর্তি তৃণমূল কর্মী ভোজপুরি গানের তালে নাচতে নাচতে সভাস্থলে আসেন। তৃণমূলের এই ‘মার্চিস ডে র‍্যালি’কে কেন্দ্র করে মানুষের হয়রানি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

রাজ্যের মেধা ও শ্রমের শহিদ দিবস পালন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসকে ঘিরে যখন ধর্মতলায় জনপ্লাবন, ঠিক সেই সময়েই অন্যদিকে বকেয়া ডিএর দাবিতে আন্দোলনকারী ও বঞ্চিত শিক্ষাপ্রার্থীদের তরফ থেকে পালন করা হল রাজ্যের মেধা ও শ্রমের শহিদ দিবস। উদ্যোগে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

এদিন শহিদ মিনার ময়দানে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অবস্থানস্থলে রাজ্যের মেধা ও শ্রমের শহিদ দিবসে মঞ্চের ওপর দু'টি প্রতীকী শবদেহ রাখা হয়। যার একটিতে পায়ে লেখা ছিল শ্রম, আর অপরটিতে লেখা ছিল মেধা। তৈরি করা হয়েছিল একটি দুর্নীতির হাঁড়িকাঠও। মাঝে রাখা হয় একটি শহিদ বেদি। সেখানে দেওয়া হয়েছিল ফুল, মালা ও ধূপ। পাঠ করা হয় মন্ত্র। আহুতি দেওয়া হল বিকাশ ভবন থেকে নবান্নের নাম করে। উৎসর্গ করা হল রাজ্যে সরকার থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। মঞ্চের নীচে মাটিতে রীতিমতো পুরোহিত সেজে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন আন্দোলনকারীরা। নিঃসন্দেহে এক অভিনব কায়দায় রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

এই কর্মসূচি সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, শ্রমের মূল্য দেশের সব থেকে সস্তা এখন এরাজ্যে । সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কারণে চাকরি হারিয়ে বেকার হাজার হাজার ছেলে মেয়ে। সরকারের প্রতারণা, দুর্নীতির জেরে চাকরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে লাখ লাখ যুবক-যুবতী। আর এখানেই রাজ্যের মেধা ও শ্রম দু'য়ের মৃত্যু ঘটেছে এই সরকারের হাতে। আর সেই কারণেই এই প্রতীকী কর্মসূচি।

এই কর্মসূচি সম্পর্কে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, ‘রাজ্যের বুকে যদি প্রকৃত শহিদ দিবস পালন করতে হয়, তা হলে বাঙালিকে যে দু'টি বিষয় দেশে ও বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেটি হল মেধা ও শ্রম। এই সরকার দায়িত্ব নিয়ে সচেতন ভাবে দুর্নীতি করে সেই দু'টি শেষ করেছে। বাংলার ছেলে মেয়েদের মেধার কোনও দাম নেই নিজের রাজ্যে। মেধার জোরে চাকরি পাওয়া ছেলেরা দুর্নীতির জেরে কাজ হারাচ্ছেন। চাকরির প্যানেলভুক্ত হওয়া ছেলেরা দুর্নীতির কারণে চাকরি পাচ্ছেন না। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে কোনও নিয়োগ নেই। অর্থাৎ, এই রাজ্যের মানুষের শ্রমের মূল্য দেশে সব থেকে সস্তা। তার জন্য দায়ী এই রাজ্য সরকার।’

তৃণমূলিদের পেট ভরাল পুলিশের মোবাইল ক্যান্টিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহিদ দিবস উপলক্ষে ধর্মতলায় সমাবেশে হাজির হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। ঠিক সেই সময় মেয়ো রোডে এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য, পুলিশের মোবাইল ক্যান্টিন ঘিরে উপচে পড়া ভিড়। ঘুগনি, মুড়ি, পাউরুটি, চপ, কম দামে খাবার পেয়ে খুশি সকলে।

সকালে ৭টা থেকেই ক্যান্টিন খুলেছে। কলকাতা পুলিশের বডিগার্ড লাইন্সে যেখানে এই ভ্রাম্যমাণ ক্যান্টিন শুধুমাত্র পুলিশ কর্মীদের জন্য চলে, সেখানে আজকের বিশেষ দিনে তা সাধারণের জন্যও খুলে দেওয়া হয়। ক্যান্টিনের দায়িত্বে ছিলেন এক সাব-ইন্সপেক্টর ও এক কনস্টেবল। খাবারও তৈরি করছেন তাঁরাই। কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মীর কথায়, ‘অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে আসছেন। অনেকের পক্ষে খাবার জোটানো কঠিন। আমরা নিজেরাই ডেকে ডেকে খাইয়ে দিচ্ছি। দরিদ্রদের জন্য ছাড়ও রয়েছে। অনেককে বিনামূল্যে খাওয়ানো হয়েছে।’

পূর্ব বর্ধমান থেকে আসা এক তৃণমূল কর্মী বলেন, ‘১৫ টাকায় এমন খাওয়ার পাওয়া যায় না। মুড়ি, চপ, ঘুগনি, সবই ছিল। পেটপুরে খেলাম। পুলিশকে ধন্যবাদ।’ পুলিশের এমন উদ্যোগ ধর্মতলার ভিড়ে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে বলেই মত উপস্থিত জনতার। যদিও এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করে গেরুয়া শিবিরের দাবি, ‘এটাই মমতার পুলিশ’।

সম্পাদকীয়

মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা, তা নিয়েও রাজনীতি ও ভিত্তিহীন প্রচার লজ্জাজনক

আমদাবাদের মর্মান্তিক বিমান দূর্ঘটনায় এতগুলো তরতাজা প্রাণ চলে গেল। সেই দূর্ঘটনার কারণ নিয়ে চলছে তদম্ত। রয়েছে একাধিক প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়াও আলাদাভাবে তদন্ত করছে। মাঝ আকাশে আচমকা কীভাবে বন্ধ হয়ে গেল বিমানের দু'দুটি ইঞ্জিন সেটাই আসল রহস্য। দুর্ঘটনার পর বিমানের ব্ল্যাকবক্স ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডারও উদ্ধার হয়েছে। সেখান থেকে দূর্ঘটনার মুহূর্তে দুই পাইলটের কথোপকথন উঠে এসেছে। কিন্তু এখনও নিশ্চিতভাবে দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কিছু বলতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এরকম ভয়াবহ ও মর্মান্তিক একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে ভিত্তিহীন প্রচার চলছে তা অনভিপ্রেত। এই ঘটনা নিয়ে বিদেশি একটি সংবাদমাধ্যম সম্প্রতি যে ভাবে আগুপিছু না ভেবে, বিচার না করে তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই দূর্ঘটনার গোটা দায়টা বিমানের দুই পাইলটের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তা অন্যায়। ওই প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসার পরই এ দেশের পাইলটদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ওই সংবাদমাধ্যম কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কীভাবে এইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করল তাও জানতে চেয়েছে পাইলটদের সংগঠন। এর পাশাপাশি দূর্ঘটনা নিয়ে মোদি বিরোধীরাও যেভাবে রাজনীতির ময়দানে নেমেছে তাও কতটা যুক্তিযুক্ত ভেবে দেখার সময় এসেছে। অন্য ঘটনার সঙ্গে একে মিলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। দেশের ইতিহাসে আমেদাবাদের ঘটনা বিরল। এমন উদাহরণ খুব বেশি নেই। তাই গোটা ঘটনা যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। যাতে ভবিষ্যতে এভাবে আর একটা প্রাণও চলে না যায়। ওই বিমানে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কিনা, থাকলে তার দায় কার, কারা এর দায়িত্বে ছিল, তাঁদের খুঁজে বের করা হোক। কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। মানুষের অমূল্য প্রাণ নিয়ে এই মরণখেলা চিরতরে বন্ধ হোক। সরকার থেকে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা, একযোগে কাজ করুক, এটাই কাম্য হওয়া উচিত।

শব্দবাণ-৩৩৬

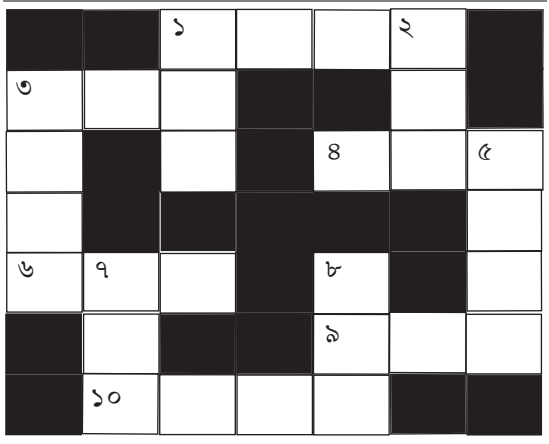

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. আকাশযোদ্ধা ৩. শীঘ্র, তাড়াতাড়ি ৪. বেদনার প্রভাব ৬. শহর ৯. সমন,পরওয়ানা ১০. এঁর নাম রাজা রায়চৌধুরী।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বাজনা ২. ক্রমাগত, অবিশ্রান্ত ৩. হাইড্রোজেন ৫. রবীন্দ্রনাথের লেখা ছোটগল্প ৭. মদিরাগৃহ ৮.বাজে গন্ধ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৩৫

পাশাপাশি: ২. একাধিপতি ৫. লেট ৬. দিও ৭. শাঁখ ৮. চক্র ১০. মেঘমল্লার।

উপর-নীচ: ১. খোপ ২. একাদিক্রমে ৩. ধিঙ্গি ৪. তিলেখচ্চর ৯. যাম ১১. ঘড়ি।

জন্মদিন

আজকের দিন

মুকেশ

১৯২৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মুকেশের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেবেন্দ্র ফড়নবিশের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট অভিনেতা সুজন মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

তারাশঙ্করের দেবু পণ্ডিত ও মাস্টারদা সূর্য সেন একে অপরের পরমাত্মীয় ! !

স্বপনকুমার মণ্ডল

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩.০৭.১৮৯৮-১৪.০৯.১৯৭১) তাঁর 'গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসের জন্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার 'জ্ঞানপীঠ' লাভ করেন ১৯৬৬তে। উল্লেখ্য, সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও বাংলা সাহিত্যে প্রথম পুরস্কার লাভ ছিল এটি। সেদিক থেকে বাংলা উপন্যাসের ধারাতেও 'গণদেবতা' ঐতিহাসিক ভূমিকা রচনা করে। অন্যদিকে এই উপন্যাসের শিবকালীপুরের দেবু পণ্ডিতের সঙ্গে চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ার সশস্ত্র বিপ্লবের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের অনন্য ভূমিকা সমকালীন প্রেক্ষাপটে নানাভাবেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। দুজনের চরিত্রের মধ্যে কল্পনা ও বাস্তবের রূপ ও রূপান্তর বিস্ময়কর ভাবে লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে দেবু পণ্ডিত মাস্টারদার সমসাময়িক কালের মানুষ। তারাশঙ্কর তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসের কালপর্ব সম্পর্কে জানিয়েছেন 'আঃ, সেই তেরশো একুশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে পঁচিশ সালে; আজ তেরশো ঊনত্রিশ সাল — আজও বাজারের আগুন নিবিল না।' প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার চার বছর পর অর্থাৎ ১৯২২-২৩-এ উপন্যাসের সূচনা হচ্ছে। এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ সারা দেশকে উত্তাল করে তুলেছিল। শিবকালীপুরেও তার রেশ পৌঁছায়। গ্রামের জগন ডাক্তারের কাছে অর্ধ-সাপ্তাহিক খবরের কাগজের সংবাদের প্রত্যাশায় অনেকে তার মজলিসে উপস্থিত হয়। 'দেবনাথ ঘোষ এত বিরূপতা সত্ত্বেও যায়। সে-ই চিৎকার করিয়া কাগজ পড়ে, অন্য সকলে শোনে। অসহযোগ আন্দোলন তখন শেষ হইয়াছে, স্বরাজ্যপার্টির উগ্র বক্তৃতায় এবং সমালোচনায় কাগজের স্তম্ভগুলি পরিপূর্ণ। শ্রোতাদের মনে চমক লাগে — স্তিমিতগতি পল্লীবাসীর রক্তে যেন একটা উষ্ণ শিহরণ অনুভূত হয়।' দেবু পণ্ডিতই শিবকালীপুরের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম্য সমস্যার সমাধানের জন্য মজলিসের আয়োজন করেছেন। অন্যদিকে সূর্য সেনও ১৯২২-এর শেষ দিক থেকে মহাজনের বাড়িতে ডাকাতি করে তাঁর সংগ্রামী জীবনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য তাঁকে ১৯২৬-এর মধ্যে দুইবার গ্রেফতার হতে হয়েছিল। এই ১৯২৬-এ-ই সূর্য সেন চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে দেবু পণ্ডিত সক্রিয় রাজনীতি না করলেও দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এজন্য ১৯২৫-এ 'দেশবন্ধুর শেষশয্যার একখানা ছবি বাঁধাইয়া ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ছবির তলায় লিখে দিয়াছেন; 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' একইভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যবাণীকে আত্মস্থ করেছিলেন সূর্য সেন। কবিগুরুর কয়েকটি লাইন তাঁরও অতি প্রিয় ছিল 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ভয় নাই, ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'

সূর্য সেন ১৯২৬-এ সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও পরে ১৯২৮-এ আবার তিনি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাজনীতির মাধ্যমে আবেদন-নিবেদনের গতানুগতিক পথে না হেঁটে সশস্ত্র আক্রমণের পথেই তিনি এগিয়েছিলেন। সেদিক থেকে দেবু পণ্ডিত তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত পথের পথিক। সক্রিয় রাজনীতি করার আহ্বানও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামের প্রজাসাধারণকে অমিদারের থাবা থেকে বাঁচানোর জন্য চুপ করে বসে থাকেননি। এজন্য তিনি প্রজা-সমিতির ভার নিজ স্কন্ধে নেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ সূর্য সেন যেখানে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে দেবুপণ্ডিত 'প্রতিবাদ করো, প্রতিরোধ করো, প্রতিশোধ নিও না'র নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, দুজনের আত্মসমীক্ষায় একই কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সূর্য সেন তাঁর শেষ বন্দিজীবনে ১৯৩২-এর ২৪ সেপ্টেম্বরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মহত্যার কথা স্মরণ করে শুভবিজয়া উপলক্ষ্যে লেখা প্রবন্ধ 'বিজয়া'য় বার বার আত্মসমীক্ষায় সামিল হয়ে একদিকে যেমন আত্মপ্রশান্তি খুঁজেছেন, তেমনই অন্যদিকে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার দোলাচলে পড়েছেন। গোটা প্রবন্ধ জুড়েই তাঁর আত্মসমীক্ষা নিবিড় হয়ে উঠেছে 'আজ এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার মত কঠিন হৃদয়ের চোখেও জল আসছে;তাদের বীরত্বের কাহিনী মনে করে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে। আশু, নরেশ বিধু, টেগরা....রামকৃষ্ণ, নির্মল, ভোলা সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে।.....কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম;কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি---কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি। ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি।---দেশের উপর গভর্ণমেন্টের অত্যাচার নির্যাতন টেনে এনেছি। এসবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে? মা, আনন্দময়ী মা আমার, আজ তোমার বিসর্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি — আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? পনের বৎসর আগে অনেক ভেবেচিন্তে, ভাল-মন্দ বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি। দুর্বলতা কি আসতে চায়নি ? কত রকমের দুর্বলতা আসতে চেয়েছে, কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে তো ছাড়িনি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে, আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক।.... আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথে আমি চলেছি; এখনও কোন দ্বিধা আসেনি।' আবার তার অব্যবহিত পরের অনুচ্ছেদে আপনাকে স্ববিশেষিত 'কঠিন হৃদয়বান'-এ অভিহিত করে সেই ব্যক্তিই জানিয়েছেন 'মা, তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙে দিও। আর যদি ঠিক পথেই চলে থাকি তা হলে আমার বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দাও, আমাকে শক্তিমান করে দাও---আমার মধ্যে যেন কোন দুর্বলতা না আসে, আমি যেন আমার পথ থেকে কোনদিন একচুলও না সরি। আমি যেন বড় নিঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের পথচলা যেন আমার নিঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে; তাই অতি আদরের ছেলেমেয়ে, ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয় স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তাদের কথা মনে করে আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে। হয়ত তাঁরা আমাকে তাঁদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন---সেজন্য আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, মর্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে।...আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? এত মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এসবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করেছি? যদি তাই হয়, তুমি আমার ভুল ভেঙে দিও, আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথেই চলেছি। তাই চারদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি এই আশায় যে, এসকল পবিত্র শ্মশান স্তূপের উপরে একদিন স্বাধীনতা নির্মিত হবে।' এভাবে আশা-হতাশা ও ঠিক-বেঠিকের দোলাচলে পড়ে বিপ্লবী সূর্য সেন যেভাবে অন্তিম পর্যায়ে আত্মসমীক্ষায় সামিল হয়ে নিজেকে খুঁজে ফিরে দেখেছেন, আসলে তা হচ্ছে তাঁর মানবিক সত্তার আত্মানুসন্ধান। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে কিংবা চরম আঘাতের অবসানকল্পে সকলেই কমবেশি ফেলে আসা স্মৃতিরোমন্থন করে বিগত জীবনের জীর্ণ খাতা খুলে হিসেব নিকেশ মেলাতে বসে ইযি-নেতির কোমল-কঠোরের দোলাচলে পড়ে থাকে। সেখানে সূর্য সেনের মানবিক সত্তায় তাঁর দোলাচল মনোবৃত্তি তাঁকে সাধারণ এবং স্বাভাবিক করে তুলেছে। কিন্তু দোলাচলের মধ্যেও তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং নিজের কৃতকর্মের প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধেই তাঁকে সাধারণে অসাধারণত্বে উন্নীত করেছে। নিজের কাজের প্রতি গভীর শ্রেষ্ঠত্ববোধই ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, সেই আত্মবিশ্বাসের দৌলতেই সেই ব্যক্তি ভবিষ্যতের লক্ষ্যকে নির্মাণ করে চলেন। সেদিক থেকে সেই নির্মাণের ভূমিতে সূর্য সেনের সঙ্গে দেবু পণ্ডিতেরও স্থানসংকুলান সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

> সূর্য সেন ১৯২৬-এ সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও পরে ১৯২৮-এ আবার তিনি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাজনীতির মাধ্যমে আবেদন-নিবেদনের গতানুগতিক পথে না হেঁটে সশস্ত্র আক্রমণের পথেই তিনি এগিয়েছিলেন। সেদিক থেকে দেবু পণ্ডিত তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত পথের পথিক। সক্রিয় রাজনীতি করার আহ্বানও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামের প্রজাসাধারণকে জমিদারের থাবা থেকে বাঁচানোর জন্য চুপ করে বসে থাকেননি। এজন্য তিনি প্রজা-সমিতির ভার নিজ স্কন্ধে নেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ সূর্য সেন যেখানে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে দেবু পণ্ডিত 'প্রতিবাদ করো, প্রতিরোধ করো, প্রতিশোধ নিও না'র নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, দু'জনের আত্মসমীক্ষায় একই কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

দেবপণ্ডিত তাঁর গ্রামকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এজন্য তিনি প্রয়োজনে সক্রিয় উদ্যোগে তার নানা সমস্যা মেটানোর চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু কখনওই অশোভনীয় ভাবে কিংবা হিংসাত্মক পথে গ্রাম্য সমস্যা মেটানোয় তৎপর হননি। প্রয়োজনে গ্রামের অন্ত্যজ হরিজন মানুষের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জমিদারের সঙ্গে সরাসরি বিবাদে জড়িয়েছেন। আবার আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্য জেলও খেটেছেন। অর্থাৎ একদিকে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য যেমন তিনি সদা জাগ্রত থেকেছেন, তেমনই গ্রামের প্রজাসাধারণের উপর জমিদারের অন্যায় শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। অথচ সচেতনভাবে অনেকবারই তাঁর মনে হয়েছিল, উটকো ঝামেলায় না জড়ালেই তো পারতেন। কিন্তু তিনি তা পারেননি। কেননা পারাটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ছোট 'আমি'র কাছে হারতে শেখেননি। শুভ নববর্ষে করের প্রাদুর্ভাবে জনকোলাহলময় গ্রামটিতে মহামারিতে হাহাকার পড়ে যায়। চারিদিকে সর্বস্বান্তের ছবিটি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। জেলফেরত দেবু পণ্ডিত আর স্থির থাকতে পারেননি। 'সকাল হইতে দেবু যেন একাই একশ হইয়া উঠিয়াছে।' গ্রামে কলেরা আগমনের খবর বিভিন্ন স্থানে পাঠানো থেকে শুরু করে আক্রান্ত রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তদ্বির করা, প্রয়োজনে মৃতদের সৎকার করার ব্যবস্থা করা প্রভৃতিতে তাঁকে ছুটে যেতে হয়েছিল। শেষে 'প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত বৈশাখী দ্বিপ্রহরে' মৃত ব্যক্তির যথাস্থানে দাহ করার বিষয়টিও তাঁকে মাথায় রাখতে হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনে তাঁকে গ্রাম ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরের ময়ূরাক্ষীর তীরে শ্মশানযাত্রীও হতে হয়েছে। আর তার ফলে ধর্মবিশ্বাসী মানুষটিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। কলেরার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁকে কলেরা আক্রান্ত মানুষের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। কিন্তু তাঁকে সেজন্য

পরিবারবিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল। শ্মশানযাত্রী দেবুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রের অকালমৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়াটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এজন্য যে দেবু পণ্ডিত 'আর সে পাঁচের হাঙ্গামায় যাইবে না' বলে 'জেল হইতেই সেই সঙ্কল্প করিয়াই আসিয়াছিল', সেই তিনি তাঁর 'সেই সঙ্কল্প' রাখতে না পেরে আবার প্রজাসাধারণের পক্ষ নিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে নেমে নিজের অনেক সর্বনাশ করেছিলেন। এমনকি, একসময় জমিদারের সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে নিঃসঙ্গতায় তিনি বলে উঠেছেন, 'আমি একা পড়ে গিয়েছি।' তার পরেও তিনি থামেননি। এজন্য সত্যিই যেদিন তিনি পারিবারিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন, সেদিন তাঁর অব্যক্ত যন্ত্রণা গলায় দলা পাকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু স্থায়ী হতে পারেনি। তাই জমিদারের প্রজাদের উপর অমানবিক খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে তিনি দোলাচলে পড়েও আবার নিজস্ব অস্তিত্বে সচেতন হয়ে ওঠেন 'কি করিবে? যদি প্রয়োজন হয় — তবে আবার সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়- — না, কাজ কি এসব পরের ঝঞ্ঝাটে গিয়া? তাহার মনে পড়ে ন্যায়রত্নের গল্প। ধর্মজীবন যাপন করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কিছুতেই তাহা হইয়া ওঠে না। যতীন তাহাকে এ গল্পের অন্যরূপ অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতেও তাহার ভালো লাগে নাই। কিন্তু একান্তভাবে ধর্মকর্ম লইয়াও সে থাকিতে পারিল না — এটাই তাহার নিজের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার ভিতরে একজন কে যেন আছে যে তাহাকে এই পথে এইভাবে লইয়া চলিতেছে। সে-ই হয়তো আসল দেবু ঘোষ।' এই আসলত্বই অসাধারণদের মূলধন। আর এই মূলধনের জোরেই তাঁদের পক্ষে দুর্গম পথ চলা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সূর্য সেন আর দেবু ঘোষে কোনো পার্থক্য নেই। দুজনেই শিক্ষকতার সোপান বেয়ে মহামানবে উত্তরণ ঘটিয়েছেন। আবার দুজনেই শিক্ষকতার পরিগণ্ডিকে সহজেই অতিক্রম করেছেন। অথচ দুজনের মত ও পথ দুটোই আলাদা।

আসলে সমকালীন কালপ্রতিমার আলোয় মাস্টারদার মতো চরিত্রের সঙ্গে দেবু পণ্ডিতের মতো কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে মূল জায়গাটি হল একজন নিজেই হয়ে উঠেছেন, অন্যজনকে বাস্তব ও কল্পনার মিশেলে গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু যিনি নিজেই হয়ে উঠেছেন, তিনিও নিজেকে গড়ে তুলেছেন। অথচ গড়ে তোলার অনেক কথাই অজানা এবং অচেনা। অন্যদিকে সেই অচেনা-অজানা রহস্যের ফাঁক পূরণ করে যে কাল্পনিক চরিত্র গড়ে ওঠে, তার মধ্যে বাস্তব চরিত্রের ছায়া নিবিড় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বাস্তব চরিত্রের আধারেই কাল্পনিক চরিত্র দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিক থেকে সমকালীন কালপ্রতিমার আলোয় মাস্টারদার সঙ্গে দেবু পণ্ডিতের বৈচিত্রের মধ্যে ঐকসূত্র নিবিড় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে উভয়জনই নিঃসঙ্গতাবোধে পীড়িত হয়ে একইরকম অনুভূতির শিকার হয়েও আবার বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে এগিয়ে চলার সৎসাহস অর্জন করে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে কারও আত্মত্যাগকে তুল্যমূল্যের মানদণ্ডে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সমকালীন জনস্রোতের উপরে হিমশৈলের অতি সামান্য অংশে সূর্য সেন'রা যতটা প্রচার-প্রসারের আলোয় উদ্ভাসিত হন, ততটাই তার অপরিমেয় গ্রামীণ অভ্যন্তরে দেবু পণ্ডিতেরা অচেনা-অজানা থেকে যান। শুধু তাই নয়, সমকালীন কালপ্রতিমার আলোয় মাস্টারদার মতো আলোকিত ব্যক্তিত্বের পাশে দেবু পণ্ডিতেরা প্রদীপের নীচে অন্ত্যজ অন্ধকারের মতো ব্রাত্য হয়ে থাকেন। অথচ মন ও মননের পরাকাষ্ঠায় কোথায় যেন তাঁরা এক হয়ে ওঠেন, তা আমরা অনেকসময় খেয়াল করি না। সেজন্য বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা অবশেষে একে অপরের শরিক হয়ে ওঠেন, পরস্পরের আত্মীয় হয়ে যান। পৃথিবীর সব মহৎ ব্যক্তিরাই যে পরস্পরের পরমাত্মীয়, একে অপরের পরিপুরক তা আমরা অনেকক্ষেত্রে মনে রাখি না। আর তাই মাস্টারদা বাস্তব হরেও কাল্পনিক চরিত্র হয়ে ওঠেন, দেবু পণ্ডিত কাল্পনিক হয়েও বাস্তব হয়ে যান। সেজন্য দুজনেই সেক্ষেত্রে সমকালীন কালপ্রতিমায় স্বয়ংপ্রকাশ হয়ে পড়েন। আর তাই সূর্য সেনদের চেনা-জানার জনাই দেবু পণ্ডিতদের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

লেখক: অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ঋণ: আত্মঘাতী দ্বিজেন্দ্রলাল, স্বপনকুমার মণ্ডল

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সন্দেশখালির জালনোট-কাণ্ডে রামপুরহাটে গ্রেপ্তার এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: গত কয়েকদিন আগে সন্দেশখালির ধামাখালির একটি গেস্ট হাউস থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি প্রায় ১০ কোটি টাকা উদ্ধার করেছিল সন্দেশখালি থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া অধিকাংশ টাকাই ছিল নকল টাকা। তদন্তে জানা গেছে, ধৃত দেবব্রত চক্রবর্তী ও সিরাজউদ্দিন মোল্লা মূল চক্রীর হয়ে মিডলম্যানের কাজ করছিলেন। তাঁরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। সন্দেহ করা হচ্ছে, জাল নোট বাংলাদেশেও পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। কারণ, উদ্ধারস্থল ধামাখালির গেস্ট হাউসটি বাংলাদেশ সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি। টাকা উদ্ধারের পাশাপাশি ধৃত দুই ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তিস্তা সেন নামে এক মহিলার খোঁজ পায় পুলিশ। এই তিস্তা সেনের বাড়ি রাজারহাট এলাকায়। বড় বড় ব্যবসায়ীদের মোটা অঙ্কের টাকার লোন পাইয়ে দিতেন এই মহিলা। আর সেই লোনের আসল টাকার মধ্যে এই মহিলা নকল টাকা ঢুকিয়ে ব্যবসায়ীদের প্রতারণা করতেন বলে অভিযোগ। এর আগেও এই মহিলা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ঘটনার তদন্তে নেমে সন্দেশখালি থানার পুলিশ বীরভূমের রামপুরহাট এলাকা থেকে তিস্তা সেন নামে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি রামপুরহাটে একটি গেস্ট হাউসে ছিলেন। সেখান থেকে ঝাড়খণ্ডে পালানোর ছক করছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঝাড়খণ্ডে পালানোর আগেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে সোমবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বসিরহাট জেলা পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত থাকার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। তবে আর্থিক দুর্নীতির দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে ব্রেকথ্রু আসার সম্ভাবনা প্রবল।

সাইকেল নিয়ে কৌশল, গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ির উঠোনে সাইকেল নিয়ে কৌশল দেখানোর সময় আচমকায় গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু হল এক দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়ার। ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিল না বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে, ইংরেজবাজার থানার লক্ষ্মীপুর এলাকায়। ঘটনার পর তড়িঘড়ি ওই ছাত্রকে নিকটবর্তী আড়াইডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম মাসুম সাইন। বয়স সাত বছর। বাড়ি ইংরেজবাজারে লক্ষ্মীপুর এলাকায়। সে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। মৃত ছাত্রের পরিবার জানিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় বাড়ির উঠোনের সাইকেল চালাচ্ছিল মাসুম। তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। হঠাৎ করে বাড়ির উঠোনে থাকা দঁড়িতে তার গলা আটকে যায়। মুহূর্তের মধ্যে পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত করে চিকিৎসকরা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তে রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জানা যাবে।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ অনুসারে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩(৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০(৫)(এ) এর বিষয়ে
এবং
মেসার্স আত্মজ্যোতি কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেডের (CIN : U74900WB2010PTC148896) বিষয়ে, একটি কোম্পানি যা কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১৩৪/১, এম.জি. রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭ এ অবস্থিত। ....আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত কার্যালয় কলকাতা স্থিত রেজিস্টার অফ কোম্পানিজের এক্তিয়ারভুক্ত "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে চেন্নাই স্থিত রেজিস্টার অফ কোম্পানিজের এক্তিয়ারভুক্ত "তামিলনাড়ু রাজ্য"- তে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,কলকাতার কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং ৩ এফ/১৬, এএ-৩ এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে উপরে বর্ণিত ঠিকানায়।
আত্মজ্যোতি কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেডের
আবেদনকারীর পক্ষে ও জন্যে
স্বা/-
সঞ্জয় জৈন কেসরিমাল (ডিরেক্টর)
তারিখ- ২২/০৭/২০২৫ DIN - 02907883
স্থান- কলকাতা

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালী, ইএম বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩, ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মন্টু কুমার মন্ডল, মোঃ- ৯৬৭৪৭১২৮৬৯, ই-মেইল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের অধীনে ও সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণের বিপরীতে যথাক্রমে বিশদ) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ২৫.০৮.২০২৫ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ডাঃ হারাধন নন্দী, পিতা- প্রয়াত হরি মোহন নন্দী, জোয়েল অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট ১সি, ৪২৪ রবীন্দ্রপল্লী, কলকাতা- ৭০০৯৬	**সম্পত্তিটি হারাধন নন্দী, পিতা- প্রয়াত হরি মোহন নন্দীর নামে আছে, দলিল নং ০২৪২১, সাল-২০১২, রেজিস্টার বুক - ১, সিডি ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ২৭২৮ থেকে ২৭৪৯, এ.ডি.এস.আর. আলিপুর।** একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ১সি, পূর্বমুখী - আংশিক চারতলা এবং আংশিক পাঁচতলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার-বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি **৬০০ বর্গফুট**। ফ্ল্যাটটিতে মোজাইক ফ্লোর সহ ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রইং কাম ডাইনিং রুম, ২টি টয়লেট রয়েছে। এছাড়াও গ্রাউন্ড ফ্লোরে **১৩৫ বর্গফুট** পরিমাপের একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্থান এবং অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন ও সাধারণ পরিষেবা এলাকা সহ অবিভক্ত আনুপাতিক জমির শেয়ার সহ। সম্পত্তিটি মৌজা- ব্রহ্মপুর, জে.এল. নং ৪৮, আর.এস. নং ১৬০, দাগ নং ২২৯, তৌজী নং ৬০, খতিয়ান নং ৪৫২ (সি.এস.) ও ৯৩৭ (আর.এস.), মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৪২৪ ব্রহ্মপুর রোড, কলকাতা-৭০০৯৬, থানা - বাঁশদ্রোণী (পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১১১ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. আলিপুরে অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তরে-** অন্যের বাড়ি, **দক্ষিণে-** কেএমসি রোড (৩০ ফুট চওড়া), **পূর্বে-** অন্যের বাড়ি, **পশ্চিমে-** অন্যের বাড়ি	১৬,৬২,৬৭৩/- টাকা (ছয় লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শত তিয়াত্তর টাকা মাত্র) ০৭.০১.২০২৩ **অনুযায়ী,** তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।	১১,৮২,০০০/- টাকা ১,১৮,২০০/- টাকা ১০,০০০/- টাকা
	শ্রীমতি মীনা সরকার, স্বামী- প্রয়াত মন্টু সরকার এবং **শ্রী বাবুসোনা সরকার,** পিতা- প্রয়াত মন্টু সরকার এবং **শ্রীমতি সুস্মিতা সরকার,** পিতা- প্রয়াত মন্টু সরকার, সকলেই বর্তমানে মৃত প্রয়াত **ঋণগ্রহীতা মন্টু সরকারের** বৈধ উত্তরাধিকারী, আর-৮২ কামডহরি পূর্বপাড়া, পোঃ- গড়িয়া, থানা বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০৮৪।	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: মন্টু সরকার, পিতা- প্রয়াত অনিল সরকার (বর্তমানে মৃত), দলিল নং ১৬০১০০১৪৮, সাল- ২০২১, রেজিস্টার বুক - ১, ভলিউম নং ১৬০১-২০২১, পৃষ্ঠা ৮৩৭৯ থেকে ৮৪১৯, ডি.এস.আর - ১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।** **৪র্থ ফ্লোরে** একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, **ফ্ল্যাট নং ৪সি, পরিমাপ কমবেশি ৭৯৮ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এলাকা। ফ্ল্যাটটিতে দুটি বেডরুম, একটি রান্নাঘর, লিভিং/ডাইনিং স্পেস, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউ.সি. সহ মার্বেল ফ্লোর রয়েছে। **'প্রফুল্ল ভবন'** নামক এই নতুন ভবনটি সম্পূর্ণরূপে নির্মিত এবং বাসযোগ্য অবস্থায় আছে, সেইসঙ্গে জমি ও প্রেমিসেসের অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার ও স্বার্থ সহ। জমি ও ভবনটি মৌজা কামডহরি, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১, প্রেমিসেস নং ১/২ পেয়ারা বাগান, কামডহরি, গড়িয়া, থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা - ৭০০৮৪ তে অবস্থিত। **প্রেমিসেসের চৌহদ্দি- উত্তরে-** ৬.১৩ মিটার (২০ ফুট) চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে-** সত্যব্রত নারায়ণ চৌধুরীর জমি, **পূর্বে-** ৮.৫৩ মিটার (২৮ ফুট) চওড়া কেএমসি রোড, **পশ্চিমে-** প্রেমিসেস নং ১/৩ পেয়ারা বাগান	১৬,৮৬,৪১৯/- টাকা (যোলো লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশত উনবিশ টাকা মাত্র) ০৬.০৯.২০২৪ **অনুযায়ী,** তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।	২৪,০৭,০০০/- টাকা ২,৪০,০০০/- টাকা ১০,০০০/- টাকা

দখলের ধরন: বাস্তবিক — **পরিদর্শনের তারিখ ১৮.০৮.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- https://baanknet.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন।
- নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২২.০৭.২০২৫
স্থান: দক্ষিণ কলকাতা, কুমড়াখালী
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

লা ওপালা আরজি লিমিটেড
CIN: L26101WB1987PLC042512
রেজিস্টার্ড অফিস: ইকো সেন্টার, ৮ম ফ্লোর, ইএম - ৪, সেক্টর - ৫, কলকাতা - ৭০০৯১
ফোন নং +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেইল: info@laopala.in, www.laopala.in

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে লা ওপালা আরজি লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যদের **৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ২০২৫ সালের ১৪ই আগস্ট, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২-৩০টায়** (আইএসটি) **ভিডিও কনফারেন্সিং / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল ('ভিসি/ওএভিএম')** মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') কর্তৃক জারি করা সার্কুলার এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('এ্যাক্ট') এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী মেনে এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি সম্পন্ন করার জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম-এর স্থান কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় বলে গণ্য হবে।

এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক রিপোর্ট (৩৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ) সেই সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যারা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস ('ডিপি') এর সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং ২০২৫ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করছেন।এছাড়াও, সেই সকল সদস্যদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি-এর সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এবং **২০২৫ সালের ১৮ই জুলাই** তারিখে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করছেন। এই চিঠিতে একটি ওয়েব-লিঙ্ক রয়েছে যেখানে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। ৩৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইটেও নিচে উল্লিখিত ওয়েব-লিঙ্কে আপলোড করা হয়েছে এবং পৃষ্ঠার নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যাবে।

বিজ্ঞপ্তি: https://www.laopala.in/uploads/documents/Final%20Notice&20of% 20AGM%202024-25%20WOP.pdf

বার্ষিক রিপোর্ট: https://www.laopala.in/uploads/documents/La%200pala%20Annual%20Report%202024-25%20Single&20Page.pdf

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ১০৮, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পন্ন করা ব্যবসাগুলির বিষয়ে এজিএম-এর আগে/সময়ে রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা দিতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি এনএসডিএল-কে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিং সুবিধা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছে।

এজিএম-এ যোগদানের বিশদ নির্দেশাবলী এবং ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদির জন্য অনুগ্রহ করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখুন।

উক্ত আইন ও বিধি অনুসারে ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নরূপ:

১. **রিমোট ই-ভোটিং শুরু হওয়ার তারিখ এবং সময়- সোমবার, ১১ই আগস্ট, ২০২৫ সকাল ৯-০০ টা।**

২. **রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়- বুধবার, ১৩ই আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫-০০ টা।**

উপরে উল্লিখিত শেষ তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং এর অনুমতি দেওয়া হবে না। এরপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটিং এর জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।

৩. **কাট-অফ তারিখ- বৃহস্পতিবার, ৭ই আগস্ট, ২০২৫।** কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে বা এজিএম-এ ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভিসি / ওএভিএম মোডের মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **যারা কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তাদের এই বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করা উচিত।**

৪. যে ব্যক্তি নোটিশ প্রেরণের পর শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তারা তাদের ফোলিও নং, / ডিপিআইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে **evoting@nsdl.com** বা **mdpldc@yahoo.com** -এ ইমেল পাঠিয়ে তাদের লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনো সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিং এর জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড লগইন এবং ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. যে সকল সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলিতে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

৬. যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান করতে পারবেন, তবে তারা আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৭. যে সকল সদস্যের নাম সদস্য রেজিস্টার বা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনারস রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ আছে, তারা রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা বা মিটিং চলাকালীন ই-ভোটিং এর সুবিধা নিতে পারবেন। যারা কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তাদের এই বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করা উচিত।

৮. ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট, যার মধ্যে ৩৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিও রয়েছে, কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.laopala.in** -এ প্রদর্শিত হয়েছে এবং এটি সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com থেকেও অ্যাক্সেস করা যাবে এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** থেকেও অ্যাক্সেস করা যাবে।

৯. এজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিং (রিমোট ই-ভোটিং এবং মিটিংয়ে ই-ভোটিং) সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যোগাযোগের বিবরণ:

বিবরণ	ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড	মাহেশ্বরী ডেটামেট্রিক্স প্রাঃ লিঃ
নাম ও পদমর্যাদা	শ্রী বিক্রম ঝা - সিনিয়র ম্যানেজার শ্রী প্রীতম দত্ত - অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার	শ্রী রবি কুমার বাহল - কমপ্লায়েন্স অফিসার
ইমেইল আইডি	evoting@nsdl.co.in/vikramj@nsdl.com/ pritamd@nsdl.com	mdpldc@yahoo.com
ফোন নং	০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০	+৯১-৭০০৩৪ ৭৬৪৬৫

১০. শ্রী প্রবীণ দ্রোলিয়া, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস- ২৩৬৬; সিপি নং ১৩৬২)-কে এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট প্রদানের ন্যায্য ও স্বচ্ছ নিরীক্ষার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

১১. এজিএম শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে স্ক্রুটিনাইজার্স রিপোর্ট সহ ভোটিং ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং ফলাফল ঘোষণার পরপরই তা কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.laopala.in** এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এ প্রকাশ করা হবে এবং কোম্পানির শেয়ারগুলি যেখানে তালিকাভুক্ত আছে সেই স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও পাঠানো হবে।

বিজ্ঞপ্তি — বার্ষিক রিপোর্ট

তারিখ: ২১শে জুলাই, ২০২৫
স্থান: কলকাতা
বোর্ডের আদেশক্রমে
লা ওপালা আরজি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
জিৎ রয় চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি

KESORAM
কেশোরম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস- ৯/১ আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১,
CIN : L17119WB1919PLC003429
ফোন- ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২২৪২ ৯৪৫৪, ২২১৩ ৫১২১
ওয়েবসাইট- www.kesocorp.com; ই-মেইল- corporate@kesoram.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ উইন্ডো

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') ২০১৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর বন্ধ করে দিয়েছে।
তবে, যে হস্তান্তর ডিডগুলি উক্ত তারিখের আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্রের ঘাটতির কারণে বাতিল হয়েছিল, যেগুলি ২০২১ সালের ৩১শে মার্চের আগে পুনরায় জমা দেওয়া যেতে পারতো।
সেবির সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ- ২১ জুলাই, ২০২৫ অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ১ এপ্রিলের আগে মূলতঃ জমা দেওয়া হস্তান্তর ডিডগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।
এই সময়ের মধ্যে পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত শেয়ার ট্রান্সফার-কাম-ডিম্যাট রুটের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে।
অর্থাৎ, হস্তান্তরের পরে সেগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে জারি করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লি. ঠিকানা-৩/৮৩ লেক গার্ডেন্স, ১ম ফ্লোর, কলকাতা -৭০০ ০৪৫, ফোন নং (০৩৩) ৪০৭২ ৪০৫২, ইমেইল- mcssta@rediffmail.com এ যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডকুমেন্টগুলি আরটিএ-এর কাছে হস্তান্তরের জন্য জমা দেওয়ার সময় জমা দানকারীকে অবশ্যই একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং হস্তান্তর নথি ও শেয়ার সার্টিফিকেট সহ তার ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল) সরবরাহ করতে হবে। ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ এর পরে জমা দেওয়া হস্তান্তরের অনুরোধ কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক গৃহীত হবে না।

কেশোরম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্নেহা শ'
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ- ২২.০৭.২০২৫
স্থান- কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ১৩.০৫.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, ঋণগ্রহীতাগণ- অরবিন্দ কুমার সিং এবং নীতু সিং, সিদ্ধা লেক ভিলে, বরানগর, কলকাতা - ৭০০১০৮ **(টিএল এ/সি - ৭৩৫৫৯৯২৭৮৩)** - কে **৫৫,২৬,৬৭০.০০ টাকা (পঞ্চান্ন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছয়শত সত্তর টাকা মাত্র)** উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১৬ জুলাই, ২০২৫** তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৫৬,০২,৫২৯.০০ টাকা (ছিপ্পান্ন লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত উনত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকীকৃত পরিসম্পদ- সিইআরএসএএই অ্যাসেট আইডি- ২০০০৭৩৮২০৫৯৪ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি- ৪০০০৭২৪৫৬৫৬২
সিদ্ধা লেক ভিলের ৮ম ফ্লোরে, নর্দার্ন সাইড, টাওয়ার ১এল, মেরিনা, প্রেমিসেস নং ৫৬১এ (পুরোনো ৫৬১), বনহুগলি আরাবেল ল্যান্ড, লেক ভিউ পার্ক রোড, হোল্ডিং নং ৪ (পুরোনো নং ১২৯০), ওয়ার্ড নং ১৫ (পুরোনো নং ৩১/২৯) - মৌজা পালপাড়া, জে.এল. নং ৭, আর.এস. দাগ নং ৩২, ৩৫, ৪৭, খতিয়ান নং ২ ও ৮১৯, আর.এস. দাগ নং ৩৬, ৩৯, ৪৩, ৪৭, ৭৬, ১২৯, ১৩৩, ১৪৬-১৫০, ৫৪৯, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, খতিয়ান নং ৮১০ - মৌজা নোয়াপাড়া, জে.এল. নং ৯, থানা - বরানগর পৌরসভা, কলকাতা - ৭০০১০৮, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত ৯৬৯ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাট নং এমআর-৮০৬ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ফ্ল্যাটটিতে ৩টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রইং কাম ডাইনিং রুম, ২টি টয়লেট, লবি এবং ১টি বারান্দা রয়েছে এর সাথে ১৩৫ বর্গফুট পরিমাপের ১টি খোলা মেকানিক্যাল গাড়ি পার্কিং স্থান অন্তর্ভুক্ত।
স্বত্বাধিকারী- শ্রী অরবিন্দ কুমার সিং এবং শ্রীমতী নীতু সিং
সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তরে- 'প্রমোনেট' নামক টাওয়ার/রাস্তা, **দক্ষিণে-** 'ওশিয়ানিয়া; নামক টাওয়ার, **পূর্বে-** 'আইলেট' নামক টাওয়ার, **পশ্চিমে-** কার পার্কিং (জি +৭)

তারিখ- ১৬.০৭.২০২৫, স্থান- কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

TATA
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN : U65990MH1991PLC060670
রেজি. অফিস- ১২তম তল, টাওয়ার এ. পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩
ব্রাঞ্চ অফিস - ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ

পরিশিষ্ট -৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

আমরা টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) এক নন- ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত, রেজিস্টার্ড অফিস ১২তম তল, টাওয়ার এ পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপাত্র কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং শাখা অফিস অন্যান্যর মধ্যে - ৭১, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা। ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি), মুম্বই শাখা কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত নির্দেশ অনুযায়ী টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসি এফএসএল) এবং টাটা ক্লিনটেক ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিসিএল) হস্তান্তরকারী এবং টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) অধিগ্রহণকারী হিসেবে এর সংযুক্তি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং তৎসহ পঠিত ধারা ৬৬ সংস্থান এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে (উক্ত সংযুক্তি) অনুমোদন করেছে। সংশ্লিষ্ট শর্তাধীনে টিসিএফএসএল এবং টিসিসিএল (হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলি) চালু সংস্থা হিসেবে, তাদের সকল সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা, স্বার্থ, কর্তব্য, দায়, চুক্তি, অঙ্গীকার, জামিন ইত্যাদি এবং আরও নির্দিষ্টভাবে উক্ত সংযুক্তি প্রকল্পে বর্ণিত মতে কার্যকর হবে ১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ থেকে। উক্ত নির্দেশ এবং প্রকল্প অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা নথি টিসিএফএসএল (বর্তমানে টিসিএল হিসাবে একত্রিত) সম্পাদিত এবং সংশ্লিষ্ট সকল বকেয়া টিসিএল তে স্থানান্তরিত হল এবং টিসিএল এখন থেকে সকল অধিকার প্রয়োগের অধিকারী হল।
যেহেতু, নিম্ন স্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড ('টিসিএল')-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এরপর 'এ্যাক্ট' হিসাবে উল্লিখিত) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন ৯ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা, অর্থাৎ (১) এপিএল মেটালস লি. (ঋণগ্রহীতা); (২) শ্রী সঞ্জীব নন্দন সাহায়া (জামিনদার), এবং (৩) ম্যাক সার্ভিসেস প্রাইভেট লি. (বন্ধকদাতা)-কে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া ৬,৪২,৯১,২৭১.৯৪/- টাকা (ছয় কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার দুইশত একাত্তর টাকা চুরানব্বই পয়সা মাত্র) নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
পরবর্তীকালে, ঋণগ্রহীতাগণ টিসিএল-এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং ২৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখে একটি নিষ্পত্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিতে প্রবেশ করেন। তবে, সম্মত নিষ্পত্তি অর্থের আংশিক অর্থপ্রদান করার পর, তারা নিষ্পত্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করেছেন এবং ফলস্বরূপ, উক্ত নিষ্পত্তি চুক্তি বাতিল করা হয়েছে এবং প্রদত্ত অর্থ যথাযথভাবে সমন্বয় করার পর; ৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৪,৩৪,২৭,৬৭৯.৩৮/- টাকা (চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার ছয়শত উনসত্তর টাকা আটাশ পয়সা মাত্র) বকেয়া রয়েছে, সাথে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ সহ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা কর্তৃক অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(৪) ধারা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮ নং রুল অনুসারে অর্পিত ক্ষমতা বলে ১৬ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে নিম্নে বর্ণিত টিসিএল-এর কাছে বন্ধকীকৃত সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করেন। সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল)-এর চার্জের অধীন হবে, যার পরিমাণ ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৪,৩৪,২৭,৬৭৯.৩৮/- টাকা (চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার ছয়শত উনসত্তর টাকা আটাশ পয়সা মাত্র), তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদের হার এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ প্রযোজ্য হবে।
আইনের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৮) এর প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যা সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কিত।

বন্ধকী সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ
ম্যাক সার্ভিসেস প্রাইভেট লি. কর্তৃক বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল নীচে বর্ণনা করা হল -

সার্ভে / ডোর পাট্টা / খতিয়ান নং	......
প্লট নং...../ ফ্ল্যাট নং......	১০ম ফ্লোর ও ১১তম ফ্লোরে ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট নং এ
সম্পত্তির পরিমাপ/ব্যাপ্তি	৮৫৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা
অবস্থান/ ল্যান্ডমার্ক/ এলাকার নাম, মহল্লা	'অরবিট ক্রিস্টাল' নামক কমপ্লেক্সে, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২৬বি (২৬বি প্রেমিসেসটি পুরোনো ২৬বি এবং ২৬সি প্রেমিসেসের একত্রীকরণের মাধ্যমে গঠিত), আলিপুর রোড, থানা- আলিপুর, কলকাতা ৭০০০০৭, ওয়ার্ড নং ৭৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এবং ৬টি পার্কিং স্থান সহ।
শহর / জেলা	দক্ষিণ ২৪ পরগনা
চৌহদ্দি	-
পূর্বে	প্রেমিসেস নং ২৬/সি, আলিপুর রোড দ্বারা
পশ্চিমে	প্রেমিসেস নং ৬, রোনাল্ডশে রোড দ্বারা
দক্ষিণে	প্রেমিসেস নং ১১, অশোকা রোড দ্বারা
উত্তরে	প্রেমিসেস নং ২৪/৪, আলিপুর রোড দ্বারা

তারিখ- ১৬/০৭/২০২৫
স্থান- কলকাতা
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

AGI GREENPAC — **SOMANY IMPRESA GROUP**

Q1 FY26 Key Financial Highlights

TOTAL INCOME	PAT	EBITDA
25%YoY ₹721 Cr.	41%YoY ₹89 Cr.	20%YoY ₹176 Cr.

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Consolidated: 3 months ended 30 June 2025	Consolidated: Year ended 31 March 2025	Standalone: 3 months ended 30 June 2025	Standalone: Corresponding 3 months ended 30 June 2024	Standalone: Year ended 31 March 2025
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	721.16	2603.61	721.16	576.54	2603.61
2	Net profit from ordinary activities before tax	117.79	426.82	117.79	84.39	426.84
3	Net profit from ordinary activities after tax	88.85	322.42	88.85	63.23	322.44
4	Net profit for the period after tax (after exceptional/extraordinary items)	88.85	322.42	88.85	63.23	322.44
5	Other comprehensive income/(expenditure) (net of tax)	(0.12)	(0.48)	(0.12)	(0.10)	(0.48)
6	Total comprehensive income	88.73	321.94	88.73	63.13	321.96
7	Equity share capital	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94
8	Other equity (excluding revaluation reserve)	-	1835.71	-	-	1835.73
9	Earning per share (before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	13.73	49.83	13.73	9.77	49.83
	(b) Diluted (₹)	13.73	49.83	13.73	9.77	49.83

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the same and its release at their respective meetings held on 21 July 2025.
(2) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended 30 June, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2025 are available on websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.agigreenpac.com".

Place : Gurugram
Date : 21 July 2025
Sandip Somany
Chairman and Managing Director

Our Brands — AGI glaspac | AGI PLASTEK | AGI CLOZURES

AGI GREENPAC LIMITED
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel: 033-22487407/5668
Website: www.agigreenpac.com | Email: agiinvestors@agigreenpac.com | CIN : L51433WB1960PLC024539

মানিকচকে নবনির্মিত বাঁধে গর্ত, 'অনিয়মে' বিপদের শঙ্কা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচক ব্লকের ভূতনি রিং বাঁধ তৈরির কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েকটি জায়গায় ফুটো এবং গর্ত তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামের জমা বৃষ্টির জল বাঁধের ওই ফুটো দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা নদীতে গিয়ে মিশছে। আর এতেই নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'এখনও তুলনামূলকভাবে গঙ্গা নদীর জল ভূতনির যেখানে রিং বাঁধ তৈরি হয়েছে সেখানে বাড়েনি। যদি গঙ্গা নদীর জল বাড়তে থাকে, তাহলে যে কোনও মুহূর্তে বাঁধের গর্তগুলি দিয়ে গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করবে।' এই পরিস্থিতিতে 'রিং বাঁধ তৈরিতে অনিয়মের' অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। বালির বদলে বস্তা করে রিং বাঁধে বোল্ডারের সঙ্গে মাটি দেওয়া হয়েছে। যার কারণেই এখন থেকে বাঁধের নিচু অংশে ফুটো হতে শুরু করেছে। এদিকে সেচ দপ্তরের অধীনস্থ এক ঠিকাদারি সংস্থার কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইঁদুর অথবা শিয়ালের জন্য ওই রিং বাঁধের কয়েকটি জায়গায় গর্ত হয়েছে। এখানে কাজের কোনওরকম অনিয়ম করা হয়নি।

উল্লেখ্য, মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত ভূতনি থানার কেশরপুর ও কালুটোনটোলা এলাকায় কয়েক বছর ধরে গঙ্গার ভাঙন চলছে। গত বছর এই এলাকাগুলিতে বন্যার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয় শতাধিক মানুষকে। শুধু তাই নয়, গোটা ভূতনি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই সময় ভূতনি থানাটিও জলের তলায় চলে যায়। এই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে ২,৪০০ মিটার গঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভূতনি রিং বাঁধ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে সেচ দপ্তর। তারজন্য খরচ হয় প্রায় ছয় কোটি টাকা। গত কয়েক মাস আগেই এই রিং বাঁধ তৈরির কাজ শেষ করেছে সেচ দপ্তরের অধীনস্থ একটি ঠিকাদারি সংস্থা। কিন্তু মাস কয়েক যেতে না যেতেই এই বাঁধের কয়েকটি জায়গায় নিচে গর্ত, আবার কোথাও ফুটো হতে শুরু করেছে। যার ফলে আশেপাশে গ্রামের বৃষ্টির জমা জল সেই গর্ত এবং ফুটোগুলি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদীতে। কালুটোনটোলা গ্রামের বাসিন্দা, লিয়াকত আলি, মানজার শেখদের বক্তব্য, 'বর্ষার মরশুম শুরু হয়েছে। আবারও গঙ্গা নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে কয়েক মাস আগে গড়ে ওঠা রিং বাঁধের কয়েকটি জায়গায় মাটির তল দিয়ে জল বেরোচ্ছে। কোথাও কোথাও ফুটো, আবার গর্ত হয়েছে। আসলে রিং বাঁধ তৈরি ক্ষেত্রে বালির বস্তা এবং বোল্ডার ব্যবহার করার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বস্তায় মাটি ভরে বাঁধ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অনিয়মের জেরে এখন রিং বাঁধের দুর্বল অবস্থা তৈরি হতে শুরু করেছে। এব্যাপারে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'বাঁধের বিষয়টি শোনার পর সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। যেহেতু বিষয়টি সেচ দপ্তরের অধীনস্থ। সুতরাং তাঁরা এই ব্যাপারে ভালো বলতে পারবে।' পাশাপাশি মানিকচকের বেশ কিছু এলাকায় অসংরক্ষিত জায়গায় গঙ্গা নদীর জল প্রবেশ করতে শুরু করেছে। সেখানকার বাসিন্দাদের সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে সোমবার থেকে মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ও দক্ষিণ এলাকায় অসংরক্ষিত জায়গায় হু হু করে গঙ্গার জল ঢুকতে শুরু করেছে। এই এলাকাগুলিতে প্রায় ৬০০ পরিবারের বসবাস রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। সেইসব পরিবারকে সংরক্ষিত জায়গায় সরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে ব্লক প্রশাসন। সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গাঙ্গুলী বলেন,'বাঁধ তৈরির ক্ষেত্রে কোনওরকম অনিয়ম হয়নি। তবে কিছু জায়গায় রেনকাট হয়েছিল। ইতিমধ্যে সেটি তদারকি চালিয়ে মেরামতি করে ফেলা হয়েছে। রিং বাঁধ তৈরি হওয়ার ফলে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতির কোনো সম্ভাবনা নেই।'

খড়্গপুরে দিলীপ ঘোষের সভায় উন্মাদনা, রাজ্যকে তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিজেপিতে দিলীপ ঘোষ কতখানি জনপ্রিয় তা প্রমাণ হয়ে গেল খড়্গপুরের জনসভায়। সোমবার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের পাল্টা হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপির তরফে 'তৃণমূলের অত্যাচারে' মৃত ২৫০ জন বিজেপি কর্মী, সমর্থকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের অনুষ্ঠান রাখা হয়। সেই জনসভায় যোগ দেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। খড়্গপুর শহরের গিরি ময়দান এলাকায় আয়োজিত সেই সভায় কয়েক হাজার কর্মী, সমর্থক দিলীপ ঘোষের পক্ষে আওয়াজ তোলেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপির তরফে শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার পর দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে চর্চা চলছিল একুশে জুলাই দিলীপ ঘোষ কোন মঞ্চে থাকবে। ডিম, ভাত খাওয়া তৃণমূল কর্মীরা এই ধরনের প্রচার চালিয়েছিল বিজেপি কর্মীদের বিভ্রান্ত করার জন্য। দলে আমার জায়গা নিয়েও অনেকেই কটাক্ষ করেছে। কিন্তু দিলীপ ঘোষ ১২ বছর আগে বিজেপিতে এসেছিল কর্মী হিসেবে। তারপর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পর্যন্ত পৌঁছেছি। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চের উল্টোদিকে খড়্গপুরে যে আরও একটা মঞ্চ হতে পারে সেটা আজ পশ্চিমবাংলার মানুষ দেখলেন।' দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বুথ সশক্তিকরণ কর্মসূচিতে আমাদের দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্ব ঠিকমতো আমরা পালন করে সারা রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরকে প্রথম স্থানে রাখতে পেরেছি। আজও এই সভায় ৪০০ জন বিজেপিতে যোগদান করেছেন।' পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে বলেন, 'দুর্নীতির জালে জড়িয়ে দিয়ে অনুব্রত মণ্ডল, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো লোকদের সবাইকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজে ঠিক আছেন। এখন কুণাল ঘোষ কাঁদছেন, অনুব্রত মণ্ডলও কাঁদছে।' দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'আমরা বিপ্লবীদের মেদিনীপুরের বাসিন্দা। লড়াই করেই আমরা ১৮টা লোকসভা কেন্দ্রে জয় পেয়েছিলাম। তখন মিডিয়া বা ইউটিউব প্রচারের প্রয়োজন পড়েনি। জঙ্গলমহলের মানুষেরা তৃণমূলের আমলেও বঞ্চিত। এখানে চাকরি, কারখানা উৎপাদন কিছুই নেই।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'শুনেছি তাঁর নাকি আন্দোলনের লয়ে জন্ম। তো তিনি কী আন্দোলন করেছেন, আর আন্দোলন করে রাজ্যবাসীকে কী দিয়েছেন। রাজ্যটাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে।' সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এ রাজ্যে নানুর হল, বগটুই হল। মারছে তৃণমূল, মরছেও তৃণমূল। এটাই হচ্ছে এখন এই বাংলার রাজনীতি। টিএমসি থেকে বাঁচতে হলে দলবেঁধে বিজেপিতে আসতে হবে।' জগন্নাথ মন্দির প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'ওসব মন্দির করে কিছু লাভ হবে না। কেউ বাঁচাতে পারবে না। জনতা খুবই জাগ্রত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকভাবে আগে প্রশাসনটা চালাক।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বাংলা ভাষাটাই শুদ্ধ করে বলতে পারেনা আবার হিন্দি?'

টেন্ডার পুনর্বহালে গড়িমসি

প্রতিবাদে ইসিএলের অ্যাম্বুল্যান্স ও স্কুল বাস পরিষেবা বন্ধ হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ইসিএলের কুনুস্তোড়িয়া এলাকার বিভিন্ন কয়লা খনিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য স্কুল বাস এবং জরুরি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা আপাতত বন্ধ রয়েছে। অভিযোগ, পুরনো টেন্ডারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও, এখনও পর্যন্ত নতুন টেন্ডার ইস্যু করে নি ইসিএস কর্তৃপক্ষ।

এর প্রতিবাদে, সোমবার অ্যাম্বুল্যান্স ও বাস মালিকদের সংগঠন, মালিক ও চালক সমিতি, ইসিএলের এরিয়া অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখান।

সংগঠনের সদস্যদের বক্তব্য, সময়মতো টেন্ডার না-পাওয়ার কারণে তারা এই ধরণের বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়েছেন তারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন টেন্ডার ইস্যু করা হোক, যাতে যানবাহন পরিষেবা পুনরায় চালু করা যায়। যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এবিষয়ে মহাবীর কোলিয়ারির অ্যাম্বুল্যান্স চালক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কয়লা খনি কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা হয়েছিল অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য, অন্তত তিন বা ছয় মাসের জন্য। কিন্তু তাঁরা সময়সীমা বাড়াননি। তাই সোমবার থেকে সমস্ত অ্যাম্বুল্যান্সের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন তারা। খনিতে যেকোনও দুর্ঘটনার জন্য এখন থেকে দায়ী থাকবেন খনি কর্তৃপক্ষ। একই বক্তব্য বাস মালিক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনিও জানান, 'এখন খনিতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনার। মোট সাতটি স্কুল বাস এবং ছয়টি অ্যাম্বুল্যান্সের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

আরামবাগ স্ট্যান্ডে বাস উধাও, নাজেহাল জনসাধারণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২১ জুলাই সকাল থেকে সারা রাজ্য জুড়েই বাসের সঙ্কট। আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডেও একই চিত্র। সকাল থেকেই উধাও বাস। বাসস্ট্যান্ডে একপ্রকার দখল নিল মারুতি গাড়ি ও টোটো। বাসযাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও বাস না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই টোটো, অটো ও মারুতি ভাড়া করে গন্তব্যস্থলের দিকে পাড়ি দিতে থাকে। অন্যদিকে, স্ট্যান্ডে বাস না থাকার সুযোগে এদিন অন্যদিনের তুলনায় তিনগুণ ভাড়া দিতে হয় যাত্রীদের। একপ্রকার অঘোষিত বনধ চলে গোটা আরামবাগ জুড়ে। বাসস্ট্যান্ডে ছোট গাড়ি সংখ্যা সকাল থেকে বাড়তে থাকলেও বাসযাত্রী সংখ্যা অন্য দিনের তুলনায় অনেক কম ছিল এদিন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ২১ জুলাই প্রত্যেক বছরই রাস্তায় বেড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। কিছু মানুষ তাই বের হননি। তবে যাদের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে, অফিস রয়েছে বাধ্য হয়ে বেশি ভাড়া দিয়ে কাজের জায়গা পৌঁছতে হচ্ছে। এদিন শিক্ষক, শিক্ষিকা থেকে ছাত্রছাত্রী প্রায় সকলকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়েছে। এই বিষয়ে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে আসা মধুশ্রী নামে এক ছাত্রী বলেন, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। টোটো চালকেরা ডবল ভাড়া বলছে। স্কুলে যেতেই হবে। কী করা যায় দেখি।' অপরদিকে কলেজে আসা এক ছাত্র জানায়, 'প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে ট্রেনে করে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালাম। এখানে আবার বাস নেই। খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। টোটো করে কলেজ যাব। ভাড়াও অনেক বলছে।' সবমিলিয়ে এক প্রকার অঘোষিত বনধের জন্য টোটো ও মারুতি গাড়ির চালকেরা তিন গুণ ভাড়া নিলেও রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা সচল রেখেছে।

আরামবাগ বিডিও অফিসে ডেপুটেশন বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সরকারি নির্ধারিত মজুরির দাবিতে ও পঞ্চায়েত এলাকায় অবৈধভাবে গাছ কাটার প্রতিবাদে সিপিআই(এম)-এর ডেপুটেশন। সোমবার দুপুরে আরামবাগ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে একটা ডেপুটেশন দেয় আরামবাগের সিপিআই(এম) ১ নং এরিয়া কমিটির নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুশান্ত মণ্ডল, হুগলি জেলা সিপিআই(এম)-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সিপিআই(এম) নেতৃত্ব জানান, তিরোল পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সরকারি নির্ধারিত মজুরির পরিবর্তে, তার থেকেও কম মজুরি দেওয়া হবে বলে মাইকিং প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি তিরোল পঞ্চায়েতের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। ডেপুটেশন প্রসঙ্গে, ১ নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুশান্ত মণ্ডল জানান, '১৭ জুলাই গোটা জেলাজুড়ে একটা খেতমজুর ইউনিয়নের ডাকে সাড়া দিয়ে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। যেখানে সরকার নির্ধারিত ৩৩০ টাকা মজুরি দেওয়ার দাবিতে ধর্মঘট পালন করেছেন খেত মজুররা। বিভিন্ন জায়গায় ওই মজুরিতেই কাজ চলছিল। কিন্তু মাঝপথে সরকার নির্ধারিত লেবার কমিশনের ঘোষণাকে উপেক্ষা করে স্পর্ধা দেখিয়ে তিরোল পঞ্চায়েতের প্রধান জনসমক্ষে মাইকিংয়ে প্রচার করে, এবার থেকে ২৬০ টাকা মজুরি দেওয়া হবে। তাঁর এই ঔদ্ধত্য, অমানবিক এবং আইন বিরোধী আচারণের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। গরিব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তিনি কী বোঝাতে চাইছেন?' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'বামফ্রন্টের আমলে তিরোল পঞ্চায়েতের অভ্যন্তরে যে গাছ লাগানো হয়েছিল, সেই গাছ অবাধে কেটে নিয়ম ছাড়া বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এই দুটি বিষয় নিয়ে বিডিও-কে জানালাম, যাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেন।' সবমিলিয়ে সিপিএমের এই ডেপুটেশন দেওয়ার পর প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেন, সেই দিকে তাকিয়ে এলাকার মানুষ।

হিন্দমোটরে রুদ্রাভিষেক যজ্ঞে যোগ দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির হিন্দমোটরে মহা রুদ্রাভিষেক যজ্ঞে যোগ দিতে এসে হেঁয়ালি বজায় রেখে দিলীপ ঘোষ বললেন, 'অপেক্ষা করুণ। কিছু তো হবেই।' বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক করে ফেরার পরও দিলীপ ঘোষকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। শ্রাবণ মাসকে মহাদেবের জন্ম মাস হিসেবে ধরা হয়। এদিন হিন্দমোটর

বিড়লা চৌরাস্তায় মহা রুদ্রাভিষেক যজ্ঞ হয়। সেখানেই আমন্ত্রিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ। আর এই যজ্ঞে যোগ দিতে এসে খোশমেজাজে দেখা গেল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে। কপালে তিলক। হাতে ডমরু। তবে শুধু ডমরু হাতে রাখলেন না। ডমরু বাজিয়ে সবাইকে তাক লাগালেন। ২ দিন আগে দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় তাঁকে দেখা যায়নি। দিল্লি গিয়েছিলেন। মোদীর সভায় না-থাকা নিয়ে এদিন দিলীপ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সভা আবার হবে। একটা সভায় না গেলেও অসুবিধা নেই। সব সভায় সবার যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির ডাকে দিল্লি গিয়েছিলাম।'

একুশে জুলাই স্মরণের লক্ষে কয়েক হাজার কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন উত্তরপাড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব। ছবি: বনস্পতি দে

ধর্মতলার সভা থেকে ফেরার পথে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ধর্মতলায় শহিদ দিবসের সভা থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রবীণ তৃণমূল সমর্থকের। মৃত ওই তৃণমূল সমর্থকের নাম মধুসূদন পাল। ৭২ বছর বয়সি মধুসূদন পালের বাড়ি কাঁকসার বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দিহিবেতা গ্রামে। সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে বাসে করে ফেরার সময় বাসটি নবাবহাট এলাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়ালে মধুসূদনবাবু রাস্তার অপরপ্রান্তে একটি মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনে রাস্তা পারাপার করার সময় কলকাতা থেকে দুর্গাপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁকে ধাক্কা মারে। রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মধুসূদন বাবুর। সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় সড়কের ওপর যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে কিছুক্ষণ। তড়িঘড়ি বর্ধমান থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। প্রবীণ ওই তৃণমূল সমর্থকের মৃত্যুর খবর তাঁর গ্রামে এসে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে কাঁকসা জুড়ে।

সদগোপ সমাজের কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সদগোপ সমাজের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিল 'পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজ।' রবিবার ঝাড়গ্রাম শহরের একটি বেসরকারি অতিথিশালায় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলার মোট ৪৩ জন সদগোপ সমাজের ছাত্রছাত্রীদের সম্মানিত করা হয়। মূলত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং মেডিক্যাল প্রবেশিকায় (নিট) যে সমস্ত শিক্ষার্থী ভালো ফল করেছে, তাদের এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কৃতিদের হাতে সম্মাননা স্মারক, মানপত্র ও শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি অবনী কুমার ঘোষ, সংগঠনের ঝাড়গাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ, সদগোপ সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সদগোপ সমাজের সম্পাদক দিলীপ কুমার ঘোষ, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সভাপতি রঞ্জিত কুমার বালা, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার সভাপতি জয়ন্ত কুমার দুয়ারি, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিজয় কুমার ঘোষ ও সংগঠনের রাজ্য কমিটির একাধিক নেতা-সহ ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের প্রতিনিধিরা। সংবর্ধনা সভা থেকে পিছিয়ে পড়া সদগোপ সমাজের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হবে বলে বার্তা দেন উপস্থিত থাকা সংগঠনের নেতৃত্বরা।

শক্তিগড়ে ল্যাংচার টানে জমজমাট মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবস উপলক্ষে সোমবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনস্রোত পাড়ি দেয় কলকাতার ধর্মতলার উদ্দেশ্যে। আর ধর্মতলার সভা শেষে যখন সকলে ফেরেন নিজ নিজ গন্তব্যে, তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ধরা পড়ে পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে। লাংচার টানে রীতিমতো উৎসবের চেহারা নেয় শক্তিগড়ের বিখ্যাত লাংচা মেলা।

ফেরার পথে অনেকেই বাস থেকে নেমে সোজা চলে যান মেলার ভেতরে। কারও হাতে এক বাক্স, তো কারও দু'হাতে ঠাসা চার-পাঁচ বাক্স লাংচা। ধর্মতলা হয়ে বাড়ি ফিরলেও, শক্তিগড়ের মিষ্টি স্মৃতি সঙ্গে না নিয়ে কেউ যেন ফিরতে রাজি নন! লাংচা প্রেমীদের ভিড়ে কার্যত জমজমাট হয়ে ওঠে গোটা মেলা প্রাঙ্গণ। লাংচা বিক্রেতারা জানান, সোমবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচুর ভিড় সামলাতে হয়েছে তাঁদের। অনেক দোকানে লাইন পড়েছে, কিছু দোকানে শেষ হয়ে গেছে জনপ্রিয় আইটেম। শক্তিগড়ে ভিড় সামাল দিতে ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে মেলা পরিচালনায় আটোসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থাও ছিল বলে জানিয়েছে প্রশাসন। একুশের দিন যেমন রাজনৈতিক আবেগে ভাসে রাজ্য, তেমনই ধর্মতলা থেকে ফেরার পথে শক্তিগড় হয়ে বাড়ি ফেরা যেন পূর্ণতা পায় একটুখানি লাংচার স্বাদে। এবারের একুশে জুলাইয়ে তাই ধর্মতলার রাজনীতির উত্তাপের পাশে ছিল লাংচার মিষ্টি টান।

সন্তানের নামে গাছের চারা রোপণ কর্মসূচি বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি শিশুর বিকাশের সাহায্য বিষয়টিকে মাথায় রেখে 'আপনার সন্তানের জন্য একটি গাছের চারা' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে, অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানকে প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করতে এবং পরিবেশগত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে পারবেন বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

উল্লেখ্য, রবিবার শেষ হয়েছে বনমহোৎসব। কিন্তু পরিবেশ রক্ষার কাজ একদিনের নয় বা এক সপ্তাহের নয়। এই ভাবনাকে মাথায় রেখে বালুঘাট থানা মোড়ে 'আপনার সন্তানের জন্য একটি গাছের চারা নিন, রোপণ করুন, যত্ন করুণ, বড় করুণ'- এই শিরোনামে কর্মসূচি পালন করল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ সুস্থ পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকারই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। ক্রমশ বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে। স্থানীয়ভাবেও তা অনুভব করা যাচ্ছে। ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধি কমাতে গাছের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই এদিন শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে শতাধিক গাছের চারা বিলি করল সংস্থাদ্বয়ের পক্ষে তুহিন শুভ্র মণ্ডল, বিজন সরকার, বিভাস দাস, অতনু সাহা, সন্তোষ সাহা প্রমুখরা। শুধু আমলকি, পেয়ারা, গামারি, মেহগনি গাছের চারা বিলি নয়, তা যাতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যত্ন করা হয় এবং বড় করা হয় সন্তানের নামে। সেই গাছ রোপণ করার অঙ্গীকারও করিয়ে নেওয়া হয়। পথ চলতি মানুষ গাছের চারা বিলিতে পথচলতি মানুষ অংশ নেয়, সংগ্রহ করে। তন্ময় দাস, অলিন্দ চক্রবর্তীরা জানান- 'গাছ ভালোবাসি, তাই গাছের চারা রোপণ করলাম। সবাই মিলে চেষ্টা করলে পরিবেশও ভালো থাকবে, আমরাও ভালো থাকব। উদ্যোক্তা দিশারী সংকল্প ও সাইকেল কমিউনিটির পক্ষে তুহিন শুভ্র মণ্ডল জানান, 'আজকের শিশু কিশোরীরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। অভিভাবক, অভিভাবিকারা সন্তানের নামে গাছের চারা রোপণ করলে তার যত্ন বেশি করে নেবে। এই কারণেই শিরোনাম এমন। আর আমরা বলতে চাই বছরের প্রতিটি দিনই পরিবেশ দিবস। তাই আজ এই উদ্যোগ।'

সামনের বেঞ্চ ও পিছনের বেঞ্চে বসার দ্বন্দ্ব এবার শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'আমরা সবাই সমান তাই, একই বেঞ্চে বসতে পাই। আগে পিছে নয় তো আর, সবাই আমরা ফার্স্ট বেঞ্চার। একই পোশাক একই খাবার বিদ্যালয়ে পাই।' ছড়াটি সোনামুখী উত্তর চক্রের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এদিন দেখা গেল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এটা জোরে জোরে উচ্চারণ করছে। সাম্প্রতিককালে সামাজিক মাধ্যমে একটা বিষয়ে বেশ শোরগোল উঠেছে। 'বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিবিন্যাস ইউ আকৃতি নিয়ে। একটি মালায়ালম সিনেমাতে দেখা যায়, সামনের বেঞ্চ ও পিছনের বেঞ্চে বসার দ্বন্দ্ব মেটাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চের সজ্জা 'ইউ' আকৃতির করার কথা ভাবেন। সিনেমাটি থেকে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন স্কুল এই পদ্ধতিটিতে আকর্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষকদের EGRAN (Early Grade Reading And Numeracy Program) নামে একটি ট্রেনিং হয়। তখন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ চোখের সংযোগ বাড়াতে তাদের মধ্যে পেছনে বসার হীনমন্যতা দূরীকরণের জন্য শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চের বিন্যাস ইউ আকৃতি করার কথা বলা হয়। তখন থেকেই স্কুলের প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেকটি শ্রেণির শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস ইউ আকৃতি বিশিষ্ট। এরফলে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষিকাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে, পঠন পাঠনে সহজ হয়। সোনামুখী উত্তর চক্রের মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ বলেন, 'সাধারণত দেখা যায় যারা পড়াশোনায় ভালো, তারা প্রথম বেঞ্চে বসতে চায়। তুলনায় যারা পড়াশোনায় অমনোযোগী, কম মেধা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী, তারা পিছনে বেঞ্চে বসে। তাছাড়াও অনেক সময় প্রথম বেঞ্চে বসা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্য মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। সেজন্য ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চের বিন্যাস ইউ আকৃতি করা হয়েছে। শিক্ষাদানে পড়ুয়াদের মনের অবস্থা শিক্ষকদের বুঝতে হয়। পিছনের বেঞ্চে বসা ছাত্রছাত্রীরা যাতে হীনমন্যতায় না-ভোগে, তার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই অভিনব উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের সম-দূরত্বে, সম নৈকট্যে থাকার ফলে সকলকে সমানভাবে দেখা সহজ হবে। এই উদ্যোগে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা খুব খুশি হয়েছেন।' স্কুলের ছাত্র সুজন বাউরি, সুদীপ বাউরি, বিশ্বনাথ রুইদাস, ছাত্রী পায়েল বাউরিরা জানায় 'এই ব্যবস্থায় আমরা খুব খুশি, আমরা ভালো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে প্রথম বেঞ্চে বসার সুযোগ পেয়েছি। এতে আমাদের খুব ভালো লাগছে।' অভিভাবক দিলীপ মণ্ডল জানান, 'স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রীকে প্রথম বেঞ্চের বসানোর অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একতা ও সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে।' বিদ্যালয়ের সরকারি শিক্ষক অতনু ঘোষ, রঞ্জন বিশ্বাস জানান, 'এই ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন পাঠন চলছে, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে এটা ইতিবাচক প্রভাবও ফেলছে।'

প্রয়াত ভিএস অচ্যুতানন্দন

তিরুঅনন্তপুরম, ২১ জুলাই: প্রয়াত হলেন কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ সিপিএম নেতা ভিএস অচ্যুতানন্দন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০২ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। সোমবার দুপুরে তিরুঅনন্তপুরমের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণের খবর পেয়ে শোকের ছায়া নেমেছে বাম রাজনৈতিক মহলে। তাঁর হাত ধরে কেরল তো বটেই, কমিউনিস্ট দলেও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শতবর্ষ পেরনো অচ্যুতানন্দ। জাতীয় রাজনীতিতেও অত্যন্ত কদর ছিল তাঁর। ১৯২৩ সালের ২০ অক্টোবর আলেপ্পি জেলায় অচ্যুতানন্দনের জন্ম। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের জমানায় পুন্নাপ্রা ভয়েলার ধর্মঘট-আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথম রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। ধীরে ধীরে কেরলের রাজনীতিতে 'ভিএস' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। স্বাধীনতার পরে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে মালায়ালি নেতৃত্বের প্রথম সারিতে উঠে আসেন দ্রুত।

যথেষ্ট প্রমাণের অভাব!

মুম্বই ট্রেন বিস্ফোরণ মামলায় বেকসুর খালাস ১২ অভিযুক্ত

মুম্বই, ২১ জুলাই: ২০০৬ সালে মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১২ জনকেই বেকসুর খালাস করে দিল বম্বে হাইকোর্ট।

২০০৬ সালের ১১ জুলাই ১১ মিনিটের মধ্যে মুম্বইয়ের বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেনে বিস্ফোরণ হয়। তাতে মোট ১৮৯ জন নিহত হন। ৮০০-র বেশি মানুষ আহত হন। প্রথম বিস্ফোরণটি হয়েছিল সন্ধ্যা ৬টা ২৪ মিনিটে। অফিস ফেরত ভিড়ের মধ্যে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে ৬টা ৩৫ মিনিটে। মোট ৬টি স্টেশনে চার্চগেট থেকে আসা ট্রেনগুলিতে বিস্ফোরণ হয়। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে মুম্বই পুলিশ।

২০১৫ সালে সংশ্লিষ্ট মামলায় ১২ জনকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল নিম্ন আদালত। পাঁচ জনকে আজীবন কারাদণ্ড এবং বাকিদের মৃত্যুদণ্ড দেন বিচারক। বাকি সাত জন বিস্ফোরণে ষড়যন্ত্র করার দায়ে আজীবন কারাদণ্ড পান। ওই ১২ জনই নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ১৯ বছর পুরনো ওই মামলায় সোমবার বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি অনিল কিলোর এবং বিচারপতি শ্যাম চন্দকের পর্যবেক্ষণ, যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাব রয়েছে। তাই অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস করা হল।

হাইকোর্ট এই মামলার শুনানিতে বলে, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন মামলাকারীরা। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, অভিযুক্তেরা অপরাধ করেছেন। তাই, তাদের দোষী সাব্যস্তের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করা হয়েছে।' আদালত এ-ও জানিয়েছে, অভিযুক্তেরা যদি অন্য কোনও মামলায় যুক্ত না-থাকেন, তবে তাঁদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

হেপাজতে অকথ্য অত্যাচার! কারাদণ্ডের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়াড়ায় হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল এক পুলিশ কনস্টেবলের উপর। সেই ঘটনায় এ বার অভিযুক্ত আধিকারিকদের কড়া শাস্তির বিধান দিল শীর্ষ আদালত। মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

সোমবার সকালে ওই মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার একটি বেঞ্চ গোটা তদন্তপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে এক মাসের সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে। নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত অভিযুক্ত আধিকারিককে এক মাসের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে। পাশাপাশি, নির্যাতিত খুরশিদ আহমদ চৌহানকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

ঘটনাটি ২০২৩ সালের ২০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারির। এই ছয় দিন ধরে পুলিশ কনস্টেবল খুরশিদ আহমদ চৌহানকে কুপওয়াড়ার জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে আটকে রেখে অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে। আদালতে খুরশিদ অভিযোগ করেন, মারধরের পাশাপাশি কেটে নেওয়া হয়েছিল যৌনাঙ্গও। নাগরিকের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আদালতে যান কনস্টেবল। যদিও পালটা তাঁর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার চেষ্টার মামলা দায়ের হয়।

'আইনের ঊর্ধ্বে কেউ না', ভিডিও পোস্ট ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২১ জুলাই: হাতকড়া পরিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে! আপাত কাল্পনিক এই দৃশ্যের ভিডিয়ো সোমবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সৌজন্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই।

ট্রাম্পের পোস্ট করা ভিডিয়োর শুরুতেই দেখা যাচ্ছে, ওবামা বলছেন, 'কেউ না, এমনকি প্রেসিডেন্টও আইনের ঊর্ধ্বে নন।' তার পর জো বাইডেন-সহ একাধিক প্রাক্তন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্টকেও একই কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। তার পরেই বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে হাসছেন এক জন। ভিডিয়োয় এর পরের অংশে দেখানো হচ্ছে, হোয়াইট হাউসে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর আধিকারিকেরা ওবামার হাতে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। পাশে বসে হাসছেন ট্রাম্প। ভিডিয়োর পরের অংশে কমলা পোশাক পরে জেলের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওবামা। গোটা ভিডিয়োর উপরে লেখা, 'কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন।'

ট্রাম্প এই ভিডিয়ো কেন পোস্ট করলেন, তা স্পষ্ট নয়। তিনি নিজে এর কোনও ব্যাখ্যা দেননি। তবে তিনি ওবামাকে গ্রেপ্তার করানোর ইঙ্গিত দিলেন কি না, তা নিয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ময়দান

বাধ্য হয়ে ম্যানচেস্টারে ইন্ডোর অনুশীলন ভারতীয় দলের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থ টেস্টের মঞ্চ ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ড। কিন্তু বরাবরের মতো এবারও সেই শহরের আবহাওয়া হয়ে উঠেছে বিরাট সমস্যা। একদিকে ভারতীয় দলের সামনে 'মাস্ট উইন' ম্যাচ, অন্যদিকে প্রবল বৃষ্টিতে অনুশীলনই হয়নি ঠিকমতো। সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা রোহিত শর্মার দলকে চতুর্থ টেস্টে জিততেই হবে সমতা ফেরাতে। তবে তার আগে বৃষ্টিই হয়ে উঠেছে বড় চিন্তার কারণ। টানা বৃষ্টির কারণে রবিবার ইন্ডোরেই অনুশীলন করতে বাধ্য হয় ভারতীয় শিবির।

দুপুর ১টা নাগাদ মাঠে উপস্থিত হলেও বাইরের মাঠে নামা হয়নি। বিসিসিআই এখনও পর্যন্ত অনুশীলনের কোনও ছবি প্রকাশ করেনি। কারণ মিডিয়াকে স্টেডিয়ামে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। তার ওপর দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের অনেকেই ছিলেন না এই ঐচ্ছিক অনুশীলনে। শুভমান গিল, কেএল রাহুল, ঋষভ পন্থ এবং জশপ্রীত বুমরাহ ছিলেন না সেখানে। প্রশ্ন উঠছে, এত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে কেন শুধুমাত্র 'ঐচ্ছিক' অনুশীলন রাখা হল? বিশেষ করে যখন কন্ডিশন পুরোপুরি ভিজে রয়েছে, বোলারদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন হবে, তখন টিম ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ক্রিকেট মহলে।

আকাশদীপ-অর্শদীপের পর এবার চোটের কবলে নীতীশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থ টেস্টের আগে একের পর এক চোটের ধাক্কায় জর্জরিত ভারতীয় শিবির। অর্শদীপ সিং, আকাশদীপের পর এবার গুরুতর চোট পেয়ে গোটা ইংল্যান্ড সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন তরুণ অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি।

জানা গিয়েছে, রবিবার ম্যাঞ্চেস্টারে জিমে অনুশীলনের সময় হঠাৎ হাঁটুতে চোট পান তিনি। এরপর তড়িঘড়ি স্ক্যান করানো হয়। রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁর হাঁটুর লিগামেন্টে গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। ফলে এই সিরিজে আর তাঁর মাঠে নামা সম্ভব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। নীতীশের ছিটকে যাওয়ার ঘটনা এখনও পর্যন্ত ভারতীয় দলের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে বিসিসিআইয়ের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, গোটা ইংল্যান্ড সফর থেকেই বাদ পড়ছেন তিনি।

শনিবারই দলের সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছেছিলেন নীতীশ। কিন্তু পরদিন ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক ইন্ডোর অনুশীলনে তাঁকে দেখা যায়নি। এমনকি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অনুশীলন মাঠে ভারতীয় দলের ফটোশুটেও তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। সেই সময় থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল, কোনও সমস্যায় পড়েছেন এই তরুণ অলরাউন্ডার। নীতীশ না-থাকায় দলের ভারসাম্য নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। বিশেষ করে সাত বা আট নম্বর পজিশনে নেমে যে ভাবে তিনি ব্যাটিং ও বোলিং দু'দিকেই অবদান রাখছিলেন, তা ছিল ভারতের বড় ভরসা।

জাতীয় শিবিরে সুযোগ পেয়েও আফসোস অর্ণবের, খুশি সাহিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবারের বিকেলের ব্যারাকপুর স্টেডিয়াম, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পর কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন অর্ণব দাস। সেদিন ৪৮ ঘণ্টাও হয়নি মাকে হারিয়েছিলেন মামনি পাঠচক্রের গোলকিপার অর্ণব দাস। চার বছর আগে বাবার মৃত্যুর পর মাই ছিল অর্ণবের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচে দুর্দান্ত গোলকিপিং। ম্যাচের সেরা হন অর্ণব। তিন দিনের মধ্যেই অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় শিবিরে ডাক পেলেন তিনি। সেদিন ম্যাচ শেষে ধরাকাছা পরে স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় অর্ণব বোধহয় ভাবেওনি, পরিশ্রমের সুফল আসছে খুব শীঘ্রই।

অনূর্ধ্ব-২৩ এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের জন্য ডাক পেয়েছেন ইউনাইটেড স্পোর্টসের সাহিল হরিজনও। আগামী ১ অগস্ট থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে ভারতের প্রস্তুতি শিবির। জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েও আফসোস অর্ণবের কণ্ঠে। 'খুশি হয়েছি, তবে মা-বাবা দেখে যেতে পারল না। বাবা মায়ের আশীর্বাদ সব সময় সঙ্গে থাকবে। ভালো খেলার চেষ্টা করব। মূল দলে সুযোগ করে নেওয়াই লক্ষ্য থাকবে।'

ইউনাইটেড স্পোর্টসের সাহিল হরিজন প্রতিভাবান স্ট্রাইকার। ২০২৩ সালে কলকাতা লিগে নজরে এসেছিলেন পাঠচক্রে খেলা সাহিল। সেই মরশুমে সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে বাইসাইকেল কিকে দুর্ধর্ষ গোল করেছিলেন তিনি। আইলিগ দ্বিতীয় ডিভিশনেও ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলেছেন। গত মরশুমে লিগে চোটের কারণে খেলতে না পারলেও, এবার পাঁচ ম্যাচে চারটি গোল করে ফেলেছেন সাহিল। এরিয়ান ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই দুর্ধর্ষ গোল করেন।

শুটিংয়ে প্রেসিডেন্টস কাপ জিতল নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চম ডব্লু.বি.আর.এ. প্রেসিডেন্টস কাপ শুটিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব। রানার আপ হয়েছে শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাব। দ্বিতীয় রানার আপ প্রো শুটিং আকাডেমি। উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়ায় অন্যতম প্রাচীন ক্লাব নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবেই এই প্রতিযোগিতা হয়। দীর্ঘ বছর ধরেই রাইফেল-শুটিংয়ের সাপ্লাই লাইন তৈরি হয় এই ক্লাব থেকেই। বহু শুটার সাফল্য এনে দিয়েছেন এই ক্লাবে প্রশিক্ষণ নিয়েই। এবার সেই সাফল্য বজায় রাখল এই প্রতিযোগিতায়। মঙ্গলবার থেকেই এই ক্লাবে চলছিল পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে পঞ্চম ডব্লু.বি.আর.এ. প্রেসিডেন্টস কাপ শুটিং প্রতিযোগিতা। পাঁচদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় সারা রাজ্য থেকে অংশ নেয় প্রায় ৬০০-র বেশি প্রতিযোগী। সেরা স্কোরার হন সান্দ্রাতা রায় ও শ্রেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। ফাইনালে ছিলেন এনসিআরসির অর্গানাইজিং সম্পাদক অভিজিৎ বোস সহ অন্যান্যরা।

পঞ্চম ডব্লু.বি.আর.এ প্রেসিডেন্টস কাপ শুটিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব। ছিলেন এনসিআরসির অর্গানাইজিং সম্পাদক অভিজিৎ বোস।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **২৪.০৮.২০১৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে, **ঋণগ্রহীতা- শ্রী শোভন পান্ডা,** পিতা- মনোরঞ্জন পান্ডা **(ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার)** ঠিকানা- গ্রাম ও পোস্ট - রুদ্রনগর, থানা - সাগর, রুদ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৩, **এবং শ্রীমতি জয়ন্তী পান্ডা,** স্বামী- শ্রী শোভন পান্ডা **(জামিনদার ও বন্ধকদাতা)** ঠিকানা- গ্রাম ও ডাকঘর - রুদ্রনগর, থানা - সাগর, রুদ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৩ আমাদের **কাকদ্বীপ শাখার সঙ্গে** - কে **৩৪,৮৯, ৮৪১.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা মাত্র) **২৪.০৮.২০১৬** অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১৯ জুলাই, ২০২৫** তারিখে দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৩৪,৮৯,৮৪১.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা মাত্র) ২৪.০৮.২০১৬ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকী সম্পত্তি পরিসম্পদ - রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে মৌজায় অবস্থিত বন্ধকীকৃত জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার ০৯/০৭/২০০৯ তারিখের গিফ্ট দলিল নং ১৩৭৪ এবং ০১/০৭/২০০১ তারিখের গিফ্ট দলিল নং ১৩৮৩, আর.এস. দাগ নং ২৬৪৩, এল.আর. প্লট নং ৪১৮৫, তৌজী নং ৩০২৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১২০৯, ৪৯৯, ৮৮৪ বর্তমানে ৩২২২)। এ.ডি.এস.আর. - সাগর। জমির পরিমাণ ১০ ডেসিমেল। **সম্পত্তিটি শ্রী শোভন পান্ডা,** পিতা- মনোরঞ্জন পান্ডা-এর নামে নথিভুক্ত, থানা - সাগর, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন - ৭৪৩ ৩৫৬। **চৌহদ্দি-** উত্তরে- শোভন পান্ডার সম্পত্তি, দক্ষিণে- চিত্তরঞ্জন পান্ডার সম্পত্তি, পূর্বে- প্লট নং ২৬৪০, পশ্চিমে- প্লট নং ২৬৪৪

তারিখ- ১৯.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান- কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

১৯.০৭.২০২৫ তারিখের পূর্বে সারফেইসি অ্যাক্ট এর সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে জারিকৃত সমস্ত নোটিশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো এবং বাতিল বলে গণ্য করা হলো।

SBI এসবিআই মগরা শাখা (০৪৭৮০)
হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল: sbi.04780@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৩৪৪৫২৮৯১১৮১ (সিসি)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **২৩.০৪.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স রিনা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী শিশির কুমার বোস, পিতা- প্রয়াত সুশীল কুমার বোস, গ্রাম - আলিখোজা, জি.টি. রোড, ১৩ নং রেল গেটের কাছে, পোঃ- মগরা, থানা- মগরা, জেলা - হুগলী - ৭১২১৪৮** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৮,৯৫,৯৫৪.০০ টাকা (আট লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শত চুয়ান্ন টাকা মাত্র) ২৩.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৬ই জুলাই, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **৮,৯৫,৯৫৪.০০ টাকা (আট লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শত চুয়ান্ন টাকা মাত্র)২৩.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মগরা** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পত্তের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা- আলিখোজা, জে.এল. নং ৪৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭২৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬১, রেকর্ড নিউ খতিয়ান নং ১১১৪-এর অধীনে, মগরা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রাম - অলিখোজা, জি.টি. রোড, ১৩ নং রেল গেটের কাছে, পোস্ট ও থানা- মগরা, জেলা - হুগলী - ৭১২১৪৮-এ অবস্থিত কমবেশি **২০ ছটাক ৩৮** বর্গফুট পরিমাপের জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
২০০৬ সালের দলিল নং ০৩৫৭৯, বুক নং -১, সিডি ভলিউম নং- ১৭, পৃষ্ঠা ৩৩৪৩ থেকে ৩৩৩০সাল-২০০৬, এ.ডি.এস.আর.ও.-চুঁচুড়া। (জমির পরিমাণ ১৪ ছটাক)।
২০০৭ সালের দলিল নং ০৩৭৫০, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ৫, পৃষ্ঠা ১৫৪৫ থেকে ১৫৬৮। এ.ডি.এস.আর.ও., চুঁচুড়া। (জমির পরিমাণ ৬ ছটাক ৩৮ বর্গফুট)।
সম্পত্তিটি শ্রী শিশির কুমার বোস, পিতা- প্রয়াত সুশীল কুমার বোসের নামে নথিভুক্ত আছে।
সম্পূর্ণ সম্পত্তির চৌহদ্দি:- উত্তরে- বিক্রেতার সম্পত্তি, দক্ষিণে- বিক্রেতার সম্পত্তি, পূর্বে- বিক্রেতার সম্পত্তি, পশ্চিমে- ১০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা

তারিখ : ১৬.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : মগরা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Orphuli Gram Panchayat
Under Bagnan-II Dev. Block
Chak-Kamala, Bagnan, Howrah

NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender is invited for 02 nos. development works under **SBM(G) & CFC fund** vide **Memo No.:- 303/ OGP/2025, Dated : 21/07/2025, Ref. e-Tender No. - WB/HOW/ BAG-II/OGP/NIT-04/25-26 (SBMG & CFC).** Bid Submission closing date (online): **01/08/2025 at 18:00 P.M.** For more details please see the Notice Board at Orphuli GP Office and visit online e-Procurement System of Government of West Bengal i.e. www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Orphuli Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ইলেক্ট-ডি-ইএম-আরসিও-এমভি-২৫, তারিখ ১৮.০৭.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, দঃপূঃ রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৪৩-এর সচিব নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** (ক) পিএটি সাইকেল-VII স্কিমের অধীনে মনিটরিং ও ভেরিফিকেশন (এম অ্যান্ড ভি) এবং (খ) দঃ পূঃ রেলওয়েতে সহজ যোগাযোগের জন্য রিনিউয়েবল কনজামশন অবলিগেশন (আরসিও) মেনে চলা। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৮৫,০০০ টাকা (১৮% হারে প্রযোজ্য জিএসটি অন্তর্ভুক্ত)। **কাজের জন্য ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা এবং **টেন্ডার খুলবে** ০৮.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিশদের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন। (PR-420)

পূর্ব রেলওয়ে
বিশদ টেন্ডার নং. ঃ ইপিসি-০১-সিএও-সি-ইআর-২০২৫ ঃ ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার ইন সিঙ্গল স্টেজ - টু প্যাকেট সিস্টেম, তারিখ ঃ ২১.০৭.২০২৫। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা- ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** গোড্ডা - মহগামা নতুন রেল লাইন ঃ পূর্ব রেলওয়ের পীরপৈন্তি - জসিডি নতুন রেল লাইন প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কিমি ৩২.৪৩৯ থেকে কিমি ৬০.০০০ পর্যন্ত গোড্ডা স্টেশন (ব্যতীত) এবং মহগামা স্টেশন (অন্তর্ভুক্ত) -এর মধ্যবর্তী নতুন রেল লাইন নির্মাণের জন্য সিভিল, পি-ওয়ে, বৈদ্যুতিকরণ, সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ সম্পাদন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫৩১,২২,৬৯,১৪২.৯২ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ২,০০,০০,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬৩০ (ছয়শো ত্রিশ) দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ইপিসি মোড-এ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। CON-27/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. ঃ ইআরডব্লুকে-এমজিপি-এসপি-ওটি-২০২৫, তারিখ ঃ ১৯.০৭.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫, কাঁচরাপাড়া কর্তৃক "আইসিএফ কনভেনশনাল বগির বহির্গাত্র প্রস্তুতি ও রঙ করার কাজ এবং লোকো কমপ্লেক্স /কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে ০২নং টি বশ ট্যাঙ্ক (প্রতিটি প্রায় ২০০০ লিটার) পরিষ্কার করার কাজ"-এর জন্য ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৭,৭৬,৭০৪.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,১৫,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথি মূল্য ঃ** ০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ বিশদ **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। MISC-137/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-03 of 2025-26 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide gencies for Illumination of 320 No. of 8.0 Mtr. Steel Tubular Pole with 90 Watt LED Street Light installation at different locations under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **22.07.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **06.08.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

E-TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Raghunathpur Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill + P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIET No. 08/15th CFC Tied 2025-26, 09/5th SFC Un-Tied 2025-26,** visit www.wbtenders.gov.in. Last date of submission **29.07.2025 upto 2p.m.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra- II Development Block
Village + PO.: Sabdalpur,
North 24 Parganas.
NOTICE INVITING E-TENDER
NIT NO.: 430/BGP-15thFC/25
Dated: 17/07/2025
Tender ID:
2025_ZPHD_880948_(SL No 1 to 2)
NIT NO.: 431/BGP-15thFC/25
Dated: 17/07/2025
Tender ID:
2025_ZPHD_880946(SL No 1 to 2) Of line
NIT NO.: 435/BGP-15thFC/25
Dated: 17/07/2025
Critical date
Published Date- **21/07/2025.** Document Download / Sale Start Date-**21/07/2025.** Document Download / Sale End Date- **28/07/2025 2.30 pm.** Bid Opening date-**30/07/2025.**
Sd/- **Prodhan**
Beraberi Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 9/25-26/FCXVSWM/T Dated 21.07.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **06.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Memo No.: DMC/AUTO/73 — **Dated: 21/07/2025**
CORRIGENDUM
Tender ID : 2025_MAD _874603_1
Tender Notice No. : WBDMC/AUTO/NIT-04/25-26 (2nd Call)
Bid Submission Closing date will be read as 28-07-2025 upto 5.00 p.m. in lieu of 19-07-2025 upto 5.00 p.m. and Bid Opening for Technical Proposals will be read as 31-07-2025 after 11.00 a.m. in lieu of 22-07-2025.
The other terms and conditions will remain unaltered.
Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/193/25-26 Dated 11.07.2025	Repairing & Renovation of black top road at Mitrapara 2nd lane at Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs 6,06,411.00
WBMAD/ULB/ RSM/194/25-26 Dated 11.07.2025	Construction of Concrete Road and Covered Surface Drain At Bagher Danga Najrul Pally East Side of Main Road Near House Of Parameshwar Roy To Kamal Paik In Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 9,83,682.00

Bid Submission end date is being extended from **21.07.2025 at 11-00 hrs to 24.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No. 512/GM/NIT/AMRUT 2.0/24-25 — **Dated: 17.07.2025**
WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-6(e)/24-25 (2nd Call) — **Dated: 21.07.2025**
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Permanent road restoration Bituminous road at different locations with Gobardanga Municipality Area under **AMRUT 2.0. Last date of submission of Bid on 06.08.2025. For details visit: https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
Gobardanga Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

বিষয়: কৃত্রিম মেধা, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এখন সেরা বাজি

পছন্দের ইঞ্জিনিয়ারিং-বিষয়ের দড়ি টানাটানিতে কম্পিউটার সায়েন্সের পাশাপাশি জনপ্রিয়তার শিখরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা 'কৃত্রিম মেধা'। কেন এই বিষয়ই হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের চাবিকাঠি? তুমি কি তৈরি, ভবিষ্যতের এই নতুন প্রযুক্তির কারিগর হতে? কোন কোন সেরা দশটি এআই টুলকে সঙ্গী করলে তোমার পড়াশোনা হবে সহজতর? কোন কোন চাকরি আগামী দিনে হারিয়ে যেতে চলেছে? সন্ধান দিলেন লেখক, অভিজ্ঞ পেশাপরামর্শক এবং ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক **অনিন্দ্য কিশোর**।

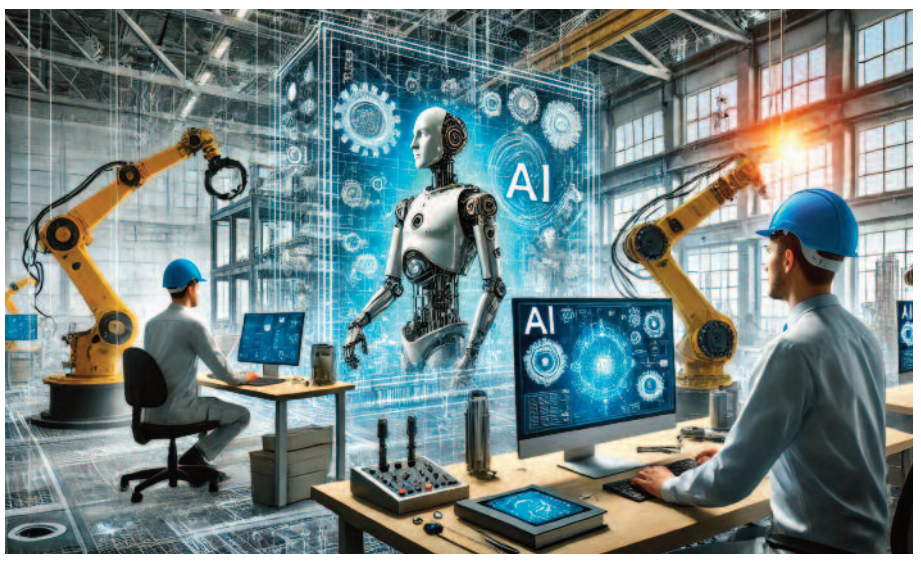

র‍্যাঙ্কের লড়াই শেষে এখন 'কিং'

ওবিসি জোটে আটকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জয়েন্ট-প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশ। ফল প্রকাশ হলেই, র‍্যাঙ্ক-কার্ড হাতে নিয়ে ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবক, সকলের কপালে পড়বে গভীর চিন্তার ভাঁজ। চিরাচরিত কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি, ইলেকট্রনিক্স তো ছিলই! কিন্তু, গত কয়েক বছর ধরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ময়দান কাঁপাচ্ছে যে নতুন 'রাজা', তার নাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই। চাহিদা এমনই তুঙ্গে যে অনেক ভাল র‍্যাঙ্কের পড়ুয়াও নামী কলেজের অন্য শাখা ছেড়ে বেছে নিচ্ছে কৃত্রিম মেধার জগৎ।

কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার আগে থেকেই তাই চায়ের দোকান থেকে ড্রয়িংরুম, সর্বত্র একই আলোচনা; এআই-এর ভবিষ্যৎ কী? ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই শাখাই কি তবে নতুন প্রজন্মের তুরুপের তাস হতে চলেছে? দেখা যাক, গভীরে ডুব দিয়ে।

কল্পবিজ্ঞান নয়, ঘোর বাস্তব

আজকের দিনে এআই আর কোনও কল্পবিজ্ঞান নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অনস্বীকার্য অংশ। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্মার্টফোনের অ্যাসিস্ট্যান্টকে আবহাওয়ার খবর জিজ্ঞাসা করা থেকে শুরু করে নেটফ্লিক্সে তোমার পছন্দের সিরিজ কোনটি হবে তা ঠিক করে দেওয়া; সবেতেই রয়েছে কৃত্রিম মেধার অদৃশ্য হাত। অনলাইন শপিং হোক বা গুগল ম্যাপে যানজট এড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছনো, এআই আমাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থা তাদের পরিষেবা আরও উন্নত করতে, ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা মসৃণ করতে এবং ডেটা বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে, এআই প্রযুক্তিবিদদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এককথায়, বর্তমান সময়টা দাঁড়িয়েই আছে ডেটা বা তথ্যের উপর। সেই তথ্যের মহাসমুদ্র থেকে মুক্তো খুঁজে আনার কাজটাই করে এআই।

ভবিষ্যৎ যার দখলে

কৃত্রিম মেধার দাপট এখানেই থেমে থাকবে না। আগামী দশ বছরে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে কৃষি, সবেতেই এর বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে চলেছে। চালকবিহীন গাড়ি, নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয়কারী সফ্টওয়্যার, বা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা তৈরি করা; এই সব কিছুই সম্ভব হবে এআই-এর হাত ধরে। যে সংস্থা যত দ্রুত এই প্রযুক্তিকে আপন করে নিতে পারবে, প্রতিযোগিতার দৌড়ে তারাই এগিয়ে থাকবে। তাই শিল্পজগতের বিপুল চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ দক্ষ এআই ইঞ্জিনিয়ার।

এই কারণেই বলা হচ্ছে, অন্য সব ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা যেখানে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করে, সেখানে এআই হল সেই 'মাস্টার টুল' যা প্রতিটি ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

চাকরি নয়, কেরিয়ার গড়ার ছাড়পত্র

ভবিষ্যৎ যেহেতু সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তিনির্ভর, তাই সেই প্রযুক্তির 'মস্তিষ্ক' তৈরির দায়িত্ব থাকবে এআই ইঞ্জিনিয়ারদের কাঁধেই। যে কোনও শিল্পক্ষেত্রে অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করতে, উৎপাদন বাড়াতে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনের পথ খুলতে এআই-এর কোনও বিকল্প নেই। যে কারণে আজ থেকে পাঁচ বা দশ বছর পরেও এই ক্ষেত্রের প্রাসঙ্গিকতা কমবে না, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। এক কথায়, এআই শুধু একটি কোর্স নয়, এটি ভবিষ্যতের পেশাগত জগতে নিজের জায়গা পাকা করার ছাড়পত্র।

কী কী শিখতে হবে?

- আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে (বিটেক) মূলত যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয় -
- ডেটা স্ট্রাকচার ও অ্যালগরিদম,

পাইথন, আর, জাভা-র মতো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ,
- মেশিন লার্নিং,
- ডিপ লার্নিং,
- ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বা এনএলপি,
- রোবোটিক্স,
- ডেটা সায়েন্স ও অ্যানালিটিক্স,
- কম্পিউটার ভিশন, ইত্যাদি।

শুধু সিলেবাস নয়, চাই আরও কিছু 'অস্ত্র'

ডিগ্রি থাকলেই কিস্তিমাত করা যাবে, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। কৃত্রিম মেধার জগতে সফল হতে গেলে পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও কিছু দক্ষতা বা 'অস্ত্র' শানিয়ে রাখা জরুরি। প্রথমত, অঙ্ক এবং যুক্তিতে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে লিনিয়ার অ্যালজেবরা, প্রোবাবিলিটি এবং স্ট্যাটিস্টিক্সের মতো বিষয়ে ভিত মজবুত হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, প্রবল ধৈর্য এবং সমস্যা সমাধানের মানসিকতা থাকতে হবে। একটি এআই মডেল তৈরি করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থতা আসতে পারে। সেই পরিস্থিতি সামলে নতুন পথে এগিয়ে যাওয়ার জেদ থাকাটা খুব জরুরি। সবশেষে, অফুরন্ত কৌতূহল এবং নিজে থেকে শেখার আগ্রহ। প্রযুক্তি প্রতিদিন বদলাচ্ছে, তাই বইয়ের বাইরে বেরিয়ে নতুন গবেষণা, নতুন টুলস সম্পর্কে নিজেকে আপ-টু-ডেট রাখার অভ্যাসই তোমাকে ভিড় থেকে আলাদা করবে।

কোথায় আছে সেরার ঠিকানা

পশ্চিমবঙ্গে

সরকারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (বিটেক, এআই এবং মেশিন লার্নিং), কল্যাণী গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আইআইইএসটি শিবপুর, ইত্যাদি।

বেসরকারি হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আইইএম কলকাতা, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ইত্যাদি।

সারা ভারতে

আইআইটি খড়্গপুর, বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি, কানপুর, হায়দরাবাদ (বিটেক, এআই), ইত্যাদি।

এনআইটি ত্রিচি, ওয়ারাঙ্গল, সুরথকল, ইত্যাদি।

অন্যান্য আইআইআইটি হায়দরাবাদ, এলাহাবাদ, এবং দিল্লি টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ইত্যাদি।

মাইনে শুনলে হুঁশ উড়বে, উন্নতি রকেটের গতিতে!

এবার আসা যাক সবথেকে আকর্ষণীয় প্রসঙ্গে; বেতন এবং ভবিষ্যৎ। একজন দক্ষ এআই ইঞ্জিনিয়ারের শুরুতেই বার্ষিক বেতন অনায়াসে ৮-১০ লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে ২৫-৩০ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি হতে পারে। আইআইটি বা সমতুল্য প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করলে এই অঙ্কটা আকাশছোঁয়া হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

তবে এটা তো শুধু শুরু। ডেটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, এআই গবেষক, রোবোটিক্স স্পেশালিস্টের মতো পদে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার পর বেতনের অঙ্ক লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। গুগল, মাইক্রোসফ্ট, অ্যামাজন, মেটা-র মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে চাকরির সুযোগ তো রয়েছেই, পাশাপাশি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে স্টার্ট-আপ জগতেও এআই বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বিপুল। পেশাগত উন্নতির সুযোগ এতটাই বেশি যে, সঠিক দক্ষতা থাকলে কেরিয়ারের শীর্ষে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগে না।

কাঁটার মুকুটও কি পরতে হবে?

বিপুল মাইনে আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রের কিছু কঠিন চ্যালেঞ্জ এবং সামাজিক দায়িত্বও রয়েছে। কৃত্রিম মেধা তৈরির মূল উপাদান হল ডেটা। সেই ডেটা যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তবে এআই-ও ভুল এবং অন্যায্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এর ফলে সমাজে বৈষম্য আরও বাড়ার আশঙ্কা থাকে।

এই অটোমেশনের কারণে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হারানোর ভয়ও বাস্তব। একজন ভবিষ্যৎ এআই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তোমার দায়িত্ব হবে এমন সিস্টেম তৈরি করা যা স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং মানুষের উপকারে লাগে। প্রযুক্তির শক্তিকে শুধুমাত্র লাভের জন্য ব্যবহার না করে, সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে তাকে কী ভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই কঠিন প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার দায়ও কিন্তু তোমার কাঁধেই থাকবে।

যন্ত্রের বুদ্ধিতেই কি তবে বাজিমাত?

প্রযুক্তি এগোচ্ছে বিদ্যুতের গতিতে। একটা সময় ছিল স্টিম ইঞ্জিনের, তারপর এল কম্পিউটারের যুগ। আর এখনকার যুগটা নিঃসন্দেহে কৃত্রিম মেধার। যে ছাত্র বা ছাত্রী আজ এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে, সে শুধু একটা চাকরি পাবে না, বরং আগামী দিনের পৃথিবীকে নতুন রূপ দেওয়ার কারিগর হয়ে উঠবে।

তাই র‍্যাঙ্ক নিয়ে দোটানা ছেড়ে যদি ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হয়, তবে কৃত্রিম মেধার হাত ধরাটা যে অন্যতম সেরা সিদ্ধান্ত হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এআই-এর দাপটে কোন কোন 'জনপ্রিয় চাকরি' হারিয়ে যাবে?

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই একদিকে যেমন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে, তেমনই মুদ্রার অপর পিঠে রয়েছে এক কঠিন বাস্তব। প্রযুক্তি যত উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে, ততই কিছু পরিচিত কাজ মানুষের হাত থেকে যন্ত্রের হাতে চলে যাচ্ছে। এটা ভয় দেখানোর জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য তোমাকে প্রস্তুত করার একটা সতর্কবার্তা। এবার দেখে নেওয়া যাক, আগামী দশকে কোন ৭টি জনপ্রিয় চাকরি এআই-এর কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে বা হারিয়েও যেতে পারে।

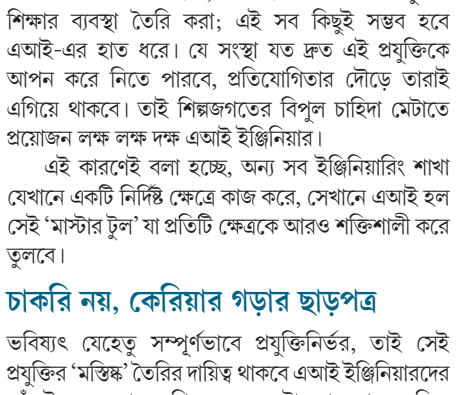

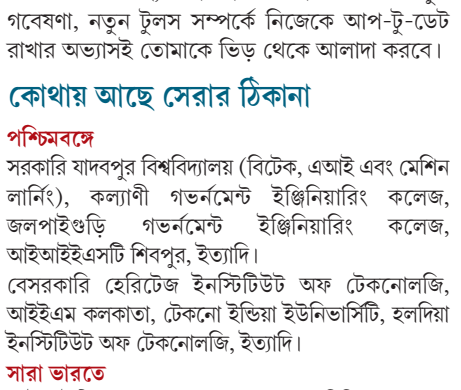

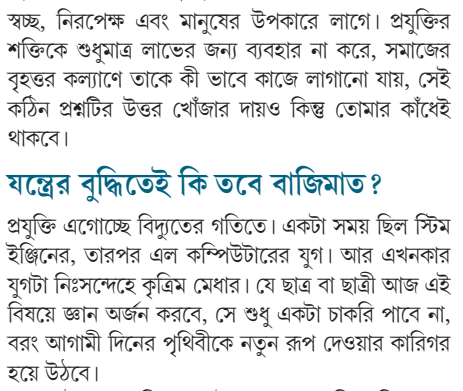

১. ডেটা এন্ট্রি অপারেটর

বিভিন্ন নথি থেকে কম্পিউটারে তথ্য ভরা বা ডেটা এন্ট্রি করার কাজটা অত্যন্ত একঘেয়ে এবং রুটিনমাফিক। এআই চালিত সফ্টওয়্যার এখন মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে এই কাজ করতে পারে। ছবি বা স্ক্যান করা নথি থেকে লেখা পড়ে (ওসিআর প্রযুক্তি) ডেটাবেস তৈরি করার ক্ষেত্রে এআই প্রায় নিখুঁত। তাই আগামী দিনে এই পদের প্রয়োজনীয়তা প্রায় থাকবে না বললেই চলে।

২. কাস্টমার সার্ভিস প্রতিনিধি

ফোনের ওপারে এখন আর মানুষ নয়, অনেক ক্ষেত্রেই কথা বলছে চ্যাটবট। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা গ্রাহকদের সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা অভিযোগ নথিভুক্ত করার কাজটা এআই খুব সহজেই করতে পারে। মানুষের মতো ক্লান্তি বা বিরক্তি নেই। তাই, অনেক কম খরচে সংস্থাগুলি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আগামী দিনে শুধুমাত্র খুব জটিল সমস্যা সমাধানের জন্যই হয়তো মানুষের প্রয়োজন হবে।

৩. প্রুফরিডার ও অনুবাদক

সাধারণ লেখা বা নথিতে বানান এবং ব্যাকরণের ভুল খুঁজে বের করার কাজটা গ্রামারলি-র মতো এআই টুল অনেকদিন ধরেই করছে। তেমনই, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও এআই এখন অত্যন্ত দক্ষ। সাহিত্য বা সৃজনশীল লেখা ছাড়া, সাধারণ ব্যবসায়িক বা প্রযুক্তিগত অনুবাদের জন্য মানুষের প্রয়োজন দ্রুত কমছে। তাই এই পেশাতেও বড়সড় বদল আসতে চলেছে।

৪. ক্যাশিয়ার বা ব্যাঙ্ক টেলার

শপিং মলে সেলফ-চেকআউট কাউন্টার বা অনলাইন পেমেন্টের ব্যবহার যত বাড়ছে, ক্যাশিয়ারের প্রয়োজনীয়তা তত কমছে। তেমনই, ব্যাঙ্কেও টাকা জমা দেওয়া বা তোলার মতো সাধারণ কাজগুলি এখন স্মার্ট এটিএম বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেই হয়ে যায়। ফলে আগামী দিনে ব্যাঙ্ক বা দোকানে ক্যাশ কাউন্টারে বসে থাকা কর্মীর সংখ্যা অনেকটাই কমে যাবে, তা বলাই বাহুল্য।

৫. টেলিমার্কেটার

নির্দিষ্ট তালিকা ধরে ফোন করে পণ্য বিক্রি বা প্রচার করার কাজটাও এখন এআই-এর দখলে চলে যাচ্ছে। এআই এখন গ্রাহকের তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক সময়ে ফোন করতে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভয়েস মেসেজ পাঠাতে পারে। মানুষের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর হওয়ায় সংস্থাগুলি এই প্রযুক্তির দিকেই ঝুঁকছে। ফলে এই ধরনের সেলস-এর চাকরিগুলি দ্রুত প্রাসঙ্গিকতা হারাবে।

৬. বুককিপার বা জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট

দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা, চালান বা ইনভয়েস তৈরি করা, এবং বেতনের হিসাব করার মতো রুটিন কাজগুলি এখন বিভিন্ন অ্যাকাউন্টিং সফ্টওয়্যার নিজে থেকেই করে দেয়। এআই-এর সাহায্যে এই সফ্টওয়্যারগুলি আরও বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে। ফলে এই ধরনের প্রাথমিক অ্যাকাউন্টিং-এর কাজের জন্য মানুষের উপর নির্ভরতা ক্রমশ কমবে।

৭. অ্যাসেম্বলি-কর্মী

কারখানায় যন্ত্রাংশ জুড়ে কোনও পণ্য তৈরি করার কাজটা রোবট বহুদিন ধরেই করছে। কিন্তু এখন এআই-এর সাহায্যে রোবটগুলি আরও স্মার্ট হয়ে উঠেছে। তারা এখন আরও জটিল এবং সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে, যা আগে মানুষের প্রয়োজন হত। এর ফলে কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের ভূমিকা আরও সীমিত হয়ে পড়বে, বিশেষ করে যেখানে একই কাজ বারবার করতে হয়।

শেষ কথা উপরের তালিকা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মনে রাখতে হবে, প্রযুক্তি কোনওদিনও মানুষের সৃজনশীলতা, জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং মানবিক অনুভূতিকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। তাই এমন পেশার দিকেই ঝুঁকতে হবে, যেখানে এই মানবিক গুণগুলির প্রয়োজন হয়। সময় থাকতে নিজেকে নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

হাতের মুঠোয় দশ এআই-সঙ্গী

পরীক্ষার আগে জমেছে নোটসের পাহাড়? নাকি প্রজেক্টের আইডিয়া খুঁজতে গিয়ে রাতের ঘুম উধাও? চিন্তা নেই। দিন বদলেছে। তোমার পড়াশোনা আর সৃজনশীলতাকে এক লাফে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিতে হাজির হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই। রইল তেমনই দশটি সেরা এআই টুলের সুলুকসন্ধান, যা তোমার ছাত্রজীবনকে করে তুলবে আরও সহজ এবং মজাদার।

১. জেমিনি/চ্যাটজিপিটি তোমার সবজান্তা 'স্টাডি পার্টনার'

যে কোনও কঠিন বিষয় সহজ ভাষায় বুঝতে, নতুন কোনও বিষয়ে আইডিয়া পেতে বা কোনও লেখার কাঠামো তৈরি করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। ধরা যাক, ইতিহাসের কোনও জটিল অধ্যায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। এখানে শুধু প্রশ্ন করলেই পয়েন্ট আকারে উত্তর তৈরি হয়ে যাবে। আবার প্রবন্ধ বা রিপোর্ট লেখার জন্য দারুণ সব আইডিয়াও পাওয়া যায়। তবে, হুবহু টুকে দেওয়া নয়; এদের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখলেই কেল্লাফতে!

২. নোশন এআই স্মার্ট পার্সোনাল সেক্রেটারি

পড়াশোনার রুটিন তৈরি করা, নোটস গুছিয়ে রাখা, বা কোনও বড় প্রবন্ধকে এক মুহূর্তে সংক্ষিপ্ত করা; নোশন এআই এই সব কাজ নিপুণভাবে সামলে দেয়। এটি একটি নোটস নেওয়ার অ্যাপ, যার সঙ্গে এআই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তোমার দীর্ঘ নোটস থেকে মূল পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করা বা ডেটা দিয়ে সুন্দর টেবিল তৈরি করার মতো কাজ এটি একাই করে দেয়। যা তোমার সময় বাঁচিয়ে পড়াশোনাকে আরও গোছানো করে তুলবে।

৩. পারপ্লেক্সিটি গবেষণার সেরা সঙ্গী

শুধু উত্তর নয়, উত্তরের উৎসও বলে দেয় এই টুল। প্রজেক্ট বা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য খুঁজছ? পারপ্লেক্সিটি-কে প্রশ্ন করলেই সে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেঁটে, একেবারে তথ্যসূত্র বা সাইটেশন-সহ উত্তর এনে দেবে তোমার সামনে। এর ফলে তোমার দেওয়া তথ্য অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। গবেষণার কাজে সময় বাঁচবে অনেকটাই। এটিকে নিজের ব্যক্তিগত 'রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট' ভাবতেই পারো।

৪. গ্রামারলি তোমার ব্যক্তিগত 'গ্রামার মাস্টার'

ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ বা উত্তর লেখার পর ব্যাকরণ বা বানান নিয়ে চিন্তা থাকেই। গ্রামারলি সেই চিন্তা দূর করার সেরা জাদুকর। শুধু ভুল ধরিয়ে

দেওয়াই নয়, কী ভাবে আরও সুন্দর ও কার্যকরী বাক্য গঠন করা যায়, তার পরামর্শও দেয় এই এআই টুল। এর সাহায্যে নির্ভুল ইংরেজি লেখা যেমন সম্ভব, তেমনই ভাষার উপর দখলও বাড়বে। নিজের লেখা হয়ে উঠবে আরও ঝরঝরে এবং পেশাদার।

৫. ক্যানভা ম্যাজিক ডিজাইন ডিজাইনের জাদুকর

স্কুল-কলেজে প্রেজেন্টেশন বা পোস্টার বানানো এক বড় ঝক্কির কাজ। কিন্তু ক্যানভা-র এই এআই ফিচারের সাহায্যে সেই কাজ হয়ে যায় মিনিটের মধ্যে। শুধু তোমার বিষয় লিখে দিলেই, সে নিজে থেকে আকর্ষণীয় ডিজাইনের একাধিক বিকল্প তৈরি করে দেবে। ছবি, ফন্ট এবং রঙের দারুণ সব সমাবেশ তোমার সাধারণ প্রেজেন্টেশনকেও করে তুলবে অসাধারণ। ডিজাইন না জানলেও চলবে, বাকিটা সামলে নেবে এই জাদুকর।

৬. টোম প্রেজেন্টেশনের 'উইজার্ড'

প্রেজেন্টেশন বানানোর সময় কী লিখবে, কেমন ছবি দেবে, তা ভাবতে ভাবতেই অর্ধেক সময় শেষ। টোম এই সমস্যার এককথায় সমাধান। এখানে শুধু তোমার প্রেজেন্টেশনের বিষয় বা টপিক লিখে দাও, বাকিটা ইতিহাস। সে নিজে থেকেই প্রতিটি স্লাইডের জন্য লেখা, ছবি দিয়ে একটি সম্পূর্ণ কাঠামো তৈরি করে দেবে। পরে তুমি নিজের প্রয়োজন মতো সামান্য অদলবদল করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে দারুণ একটি প্রেজেন্টেশন।

৭. মিডজার্নি/ড্যাল-ই তোমার শিল্পী বন্ধু

প্রজেক্টের জন্য এমন কোনও ছবি দরকার যা ইন্টারনেটে খুঁজে পাচ্ছ না? অথবা নিজের কল্পনাকে ছবিতে রূপ দিতে চাও? এই টুলগুলিতে তুমি যা ভাবছ, তা কথায় লিখে দিলেই অসাধারণ সব ছবি তৈরি হয়ে যাবে। কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা হোক বা বিজ্ঞানের কোনও কনসেপ্ট, এদের সাহায্যে সেই সব ছবি বানিয়ে নিজের কাজকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলতে পারবে। সৃজনশীলতার জগতে এর কোনও সীমা নেই।

৮. কোপাইলট কোডিং-এর 'পার্টনার'

যারা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছ, তাদের জন্য এটি আশীর্বাদের মতো। কোডিং করার সময় প্রায়ই ছোটখাটো সমস্যায় আটকে যেতে হয়। কোপাইলট সেখানে তোমার পাশে বসে থাকা বন্ধুর মতো সাহায্য করে। তুমি কোডের একটা অংশ লিখলেই, বাকিটা সে নিজে থেকে সম্পূর্ণ করার পরামর্শ দেয়। এর সাহায্যে যেমন দ্রুত কোডিং করা যায়, তেমনই নতুন নতুন কৌশলও শেখা সম্ভব হয়।

৯. সক্রেটিক বাই গুগল তোমার অঙ্কের 'টিউটর'

অঙ্ক বা বিজ্ঞানের কোনও সমস্যায় আটকে গিয়েছ? সমাধানের বই খুঁজে পাচ্ছ না? চিন্তা নেই। তোমার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে শুধু সেই সমস্যার একটি ছবি তোলো। সক্রেটিক ধাপে ধাপে সেই অঙ্ক বা প্রশ্নের সমাধান তোমার সামনে তুলে ধরবে। শুধু উত্তর নয়, কোন ফর্মুলা বা নিয়ম ব্যবহার করা হল, সেটাও ব্যাখ্যা করে দেয়। ফলে পড়াশোনার ভিত হয়ে ওঠে আরও মজবুত।

১০. অটার এআই ক্লাসের সেরা নোটস-লেখক

অনেক সময় ক্লাসে শিক্ষকের লেকচার মন দিয়ে শুনতে গিয়ে নোটস লেখা হয়ে ওঠে না। এই টুল সেই সমস্যার সমাধান করে। ক্লাসের লেকচার রেকর্ড করে এখানে আপলোড করে দিলেই, সে পুরো অডিওটিকে টেক্সট বা লেখায় পরিণত করে দেবে। পরে সেই লেখা থেকে সহজেই নোটস তৈরি করা সম্ভব। কোনও ক্লাস মিস হয়ে গেলেও বন্ধুর থেকে রেকর্ড নিয়ে এই টুলের সাহায্য নিতে পারো।